জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নিম্নমানের খাবার

নিম্নমানের খাবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অসুস্থ দুই শিশু। দিনহাটায় আইসিডিএস কেন্দ্রের গেটে তালা ঝোলালেন গ্রামবাসীরা। খিচুড়ির মধ্যে পোকাও দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি রান্নায় ব্যবহৃত সয়াবিনের মান নিয়েও অভিযোগ ওঠে

সরছে নিম্নচাপ

দক্ষিণবঙ্গের উপর থেকে সরছে নিম্নচাপের কাঁটা। তবে দুর্যোগ এখনই কাটছে না। আগামী ২৪ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে

বৃষ্টি-ধসে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড নিহত ৭, বন্ধ ১৭২টি সড়ক

ভাঙল টয় ট্রেনের লোকো শেডের একাংশ, আহত ৭

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৯৩ • ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ • ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 93 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 3 SEPTEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

শিশুকে গণধর্ষণ

বিজেপি নেত্রীর রফার চেষ্টা ব্যর্থ

বয়ান দিলেন নির্যাতিতা শিশুর মা।

প্রতিবেদন : ন্যক্কারজনক, নন্দনীয়— এককথায় লজ্জাজনক। বিজেপি-র অসভ্যতা যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা প্রমাণ হয়ে গেল। নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ আসতেই নির্যাতিতার পরিবারকে বাগে আনতে রফার চেষ্টা চালায় বিজেপি নেত্রী! চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতার মা। ঘটনাস্থল দিনহাটার পাঁটিমারি। সাত বছরের এক শিশুকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত পাঁচজন নাবালক। নির্যাতিতার চিকিৎসা চলছে দিনহাটা হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, ওই শিশুর বাবা মানসিক ভারসাম্যহীন ও মা সাধারণ গৃহবধূ। অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনওরকমে সংসার চলে। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে পাঁচজন ওই বাড়িতে গিয়ে ওই শিশুকে গণধর্ষণ করে বলে

অগ্নিগর্ভ দিনহাটা

অভিযোগ। এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে শিশুর পরিবারের কাছে গিয়ে কথায় ভুলিয়ে অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেয়। ধর্ষণের মতো অপরাধ চাপা দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষ। (এরপর ৯ পাতায়)

বুধবারের বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার রাজপথ। ময়দান, হসপিটাল রোড। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাসছে শহর-বাংলা

কোথায় দুধ গরমের পুরমন্ত্রী?

প্রতিবেদন : দুদিনের বৃষ্টিতে ভাসছে শহর, ভাসছে গ্রাম বাংলা। স্কুল-কলেজ, অফিসে যেতে যানজট। অন্যদিকে ডিভিসি এবং ফরাক্কা জল ছাড়ায় বিরাট প্লাবিত হয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় বহু গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হাওড়ার আবার বৃষ্টির জমা জলে ভাসতে দেখা গিয়েছে দেহ। রাজ্য প্রশাসন উদাসীন। তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে কেন অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ নেই সে নিয়ে ব্যস্ত শুভেন্দু অধিকারী সরকার! রাজ্যের মানুষ বিপন্ন। ত্রাণ নেই। পুনর্বাসন নেই। এক অরাজক অবস্থা চলছে বাংলা জুড়ে। পরিস্থিতি যখন এরকম তখন মুখ্যমন্ত্রী বালুরঘাটে গিয়ে বিমান চালানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন! মানুষ বিপন্ন সে কথা বলবে কে? রাজ্যের পুরমন্ত্রী যাকে কেউ কেউ ফুটপাত মন্ত্রী বলে কটাক্ষ করছেন, তাঁর টিকিটিও মিলছে না। ফুটপাতে দুধ গরমের জন্য হম্বিতম্বি বাংলা দেখেছে। শহর আর গ্রাম-বাংলা ভাসছে বোধহয় তাঁর চোখে পড়ছে না। পড়লে তো আবার মুশকিল রয়েছে। সেখানে গিয়ে তিনি বাংলাকে সুজলাং, সুফলাং বলে ও আমার দেশের মাটি গান গেয়ে বসবেন।

বাঁকুড়ায় ডুবেছে ভাদুল ও মীনাপুরের দুটি কজওয়ে।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপে সোমবার থেকে মূলত বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার কোথাও কোথাও গড়ে ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। যার জেরে জল জমেছে বাঘাযতীন উড়ালপুলের নীচে, ঠাকুরপুকুরের কিছু জায়গায়। (এরপর ৯ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তবুও মহাদি

তবুও তো ছিলেন
মোদের পৃথিবীতে
বহু সুখ-দুঃখের কুটিরে।
ভাবতাম তিনি আছেন নিঃশ্বাসে।
জাগ্রত মনে সদা-সদয়ে,
আজ কেন নেই?
শাসন অথবা একটু হাসি!
তবে কি আর দেখা হবে না?
জন্মদিন তো আসবে,
কী কিনব?
কী কী সেদিনের জন্য পছন্দ?
জিজ্ঞাসিব কী করে?
বছরের ক্যালেন্ডার থেকে
দিনটা ভুলে যাই কী করে?
তবে কি আর কেক কাটা
হবে না? হবে না গান, কবিতা?
শোনা যাবে না স্নেহভরা
কথার কথা— “খেয়ে বেড়িয়েছ”?
কেউ কি আর বলবে না?
‘সব’ একটু একটু করে...
হারিয়ে যাচ্ছে!!!!!
‘মা’ও নেই,
মহাশ্বেতাদিও নেই।
তবে কি আমি?
একেলা দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছি?
না, অনেকেই আজ একেলা?

ঠিকা বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে জোড়া অভিযোগ

প্রতিবেদন : বালিশ-শিবিরের বিরুদ্ধে এবার দুটো প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন তৃণমূলের তরুণ তুর্কিরা। ঠিকা বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এবার জোড়া-ফলায় আক্রমণ শানাল যুব তৃণমূল কংগ্রেস। স্পষ্ট ভাষায় বলল তাঁর বান্ধবী নম্রতার রহস্যমৃত্যুর সঠিক তদন্ত করতে হবে। পাশাপাশি, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই বালিশ-নেতার স্ত্রীর বন দফতরে রহস্যজনক বদলি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূলের যুব সংগঠন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি তৃণমূলের তরুণতুর্কি পাঁচ মুখপাত্র।

মৃত্যুঞ্জয় পাল, অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, উপাসনা চৌধুরী ও অর্ক নাগদের স্পষ্ট দাবি, এই ঘটনাপ্রবাহই প্রমাণ করে দেয় যে বালিশ-নেতা এবং তাঁর শিবির আসলে তলে তলে ‘বিজেপির বি টিম’ হিসেবেই কাজ করছে। বিজেপির উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেড়ে উঠছে তারা। বালিশচাটার বান্ধবীর মৃত্যুর পিছনে কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা অবিলম্বে জনসমক্ষে আসা প্রয়োজন। (এরপর ৯ পাতায়)

নির্বাচন কমিশনের অপদার্থতা

ঝুলে ২৭ লক্ষের ভাগ্য

অ্যাডজুডিকেশন গেরো পুরভোটেও

প্রতিবেদন : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে যে প্রহসন চলেছে, আসন্ন পুরভোটেও সেই একই চিত্রনাট্য মঞ্চস্থ হতে চলেছে রাজ্যে। বিধানসভার পর এবার পুরসভা নির্বাচনেও ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে কুখ্যাত সেই ‘অ্যাডজুডিকেশন’ গেরো। নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত অপদার্থতা ও চরম গাফিলতির জেরে রাজ্যের প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার এখনও বিশ বাঁও জলে! সাধারণ মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে এই নির্লজ্জ ছিনিমিনি খেলা আর কতদিন চলবে? (এরপর ৯ পাতায়)

নানারকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 September, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৬ **উত্তমকুমারের** (১৯২৬-১৯৮০) জন্মদিন। বাংলা চলচ্চিত্রের এই রোম্যান্টিক নায়কের আসল নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪১-এ প্রথম ছবি 'দৃষ্টিদান'। সাড়া জাগানো ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ অভিনয় করে। তখন থেকেই বাংলা ছবিতে দর্শক টানতে শুরু করে উত্তম-সুচিত্রা জুটি। উত্তম অভিনীত শতাধিক ছবির মধ্যে কিছু হিন্দি, কিন্তু অধিকাংশই বাংলা। তাঁর পরিচালিত 'বন পলাশীর পদাবলী' দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। আজও বাঙালি মহানায়ক বলতে উত্তমকুমারকেই বোঝে।

১৬৫৮ **অলিভার ক্রোমওয়েল** (১৫৯৯-১৬৫৮) এদিন প্রয়াত হন। এই ইংরেজ সেনানায়ক ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর বাহিনী নিয়ে সেদেশের পার্লামেন্ট আক্রমণ করেন ও রাজা প্রথম চার্লসকে সিংহাসনচ্যুত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন। আমৃত্যু তিনি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে গঠিত কমনওয়েলথের লর্ড প্রটেক্টর ছিলেন। ম্যালেরিয়া ও কিডনির অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬৬১ সালে প্রথম চার্লসের দ্বাদশ নিধন দিবসে ক্রোমওয়েলের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং তাঁর মুণ্ডু কেটে ওয়েস্টমিনস্টার হলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৭৮৩ **গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে** স্বাক্ষরিত হল প্যারিস চুক্তি। এর ফলে ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। এর আগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরাস্ত করতে ব্রিটেন ৬০ হাজার সেনা পাঠায় আমেরিকায়। বিদ্রোহীরা পাশে পায় ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যান্ডকে। জর্জ ওয়াশিংটনের বাহিনী ইয়র্কটাউনে লর্ড কর্নওয়ালিসের সেনাদের ঘিরে ফেললে ব্রিটেন হার স্বীকারে বাধ্য হয়।

১৯৫৬ **যীশু দাশগুপ্ত** (১৯৫৬-২০১২) এদিন অধুনা বাংলাদেশের যশোরে জন্ম নেন। বাংলা ছোট পর্দায় ধারাবাহিক পরিচালনা করে জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালিত জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালগুলির মধ্যে আছে 'বালিকা বধূ', 'চুনি-পান্না', 'কুয়াশা যখন', 'তিথির অতিথি', 'শিশিরের শব্দ' প্রভৃতি। অভিনয় করেছেন 'অভিনয় নয়' ও 'আদালত ও একটি মেয়ে' ছবিতে। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ক্যানসার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৭৬ **ভাইকিং ২ নামল মঙ্গল গ্রহে।** এই মার্কিন মহাকাশযান এদিন থেকেই পৃথিবীতে পাঠাতে শুরু করে লাল গ্রহের ছবি। ভাইকিং ২-এর পাঠানো নমুনা থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন মঙ্গলের মাটিতে সিলিকন, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম ও টাইটেনিয়াম রয়েছে। তবে লাল গ্রহে প্রাণ আছে কি না, সে-বিষয়ে কোনও নিশ্চিত তথ্য পাঠাতে পারেনি ভাইকিং ২।

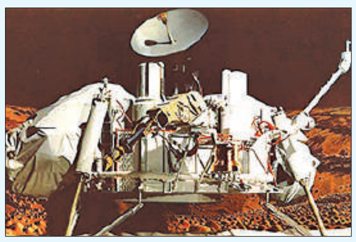

১৯৩৯ **ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন** (১৮৬৯-১৯৪০) এদিন সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে একটি বেতার ভাষণে দেশবাসীকে জানিয়ে দেন ইংল্যান্ড নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চলেছে। পোল্যান্ড থেকে হিটলার সেনা প্রত্যাহার না করায় এই যুদ্ধ। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। যে পোল্যান্ডকে ঘিরে এই যুদ্ধের সূচনা, সেই পোল্যান্ড কিন্তু ১৯৪৫-এ যুদ্ধের অবসানেও মুক্তির স্বাদ পায়নি। শুধু নাৎসি বাহিনীর জায়গা নিয়েছিল সোভিয়েতের লাল ফৌজ।

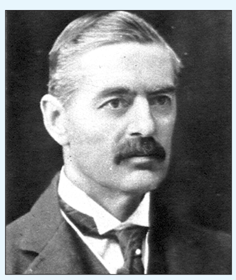

২০১৫ **চন্দ্রবাহাদুর দাঙ্গি** (১৯৩৯-২০১৫) এদিন মারা যান। তাঁর উচ্চতা ছিল এক ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি। তিনি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মানুষ হিসেবে গিনেস বুকে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

কর্মসূচি

■ শিলিগুড়িতে সরানো হচ্ছে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি। বিজেপির পূর্বজরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। তাই বুঝি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর ওদের এত রাগ!

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮১৩

■	■	১	■	■	২		৩
■	৪		৫	■		■	
৬		■	৭				
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২					■	১৩	
	■		■	১৪	১৫		■
১৬			■	■		■	■

পাশাপাশি : ২. দ্বিগুণ ৪. অনন্যমনা, একনিষ্ঠ ৬. ভয়ংকর, —দর্শন ৭. যথাসময় ৮. গ্রীষ্মকাল ১০. অন্যত্র, অন্যপ্রকারে ১২. শ্রীকৃষ্ণ ১৩. পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত ১৪. শোলমাছ ১৬. কৃষক, চাষি।

উপর-নিচ : ১. তিলক ২. দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াপন্ন ৩. আমগাছ ৪. এই রকম ৫. আত্মসাৎকরণ ৯. আলিঙ্গন ১০. সিংহাসন, মসনদ ১১. অত্যন্ত ঠান্ডা ১২. —কারবার ১৫. নাদাপেটা লোক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮১২ : পাশাপাশি : ১. উদ্দেশ্যহীন ৪. তরাজু ৫. আটঘাট ৬. মহাবিল ৮. নিঘন্টু ৯. রুগ্‌ণদশা।
উপর-নিচ : ১. উজুবাট ২. শশাঙ্ক ৩. নরশার্দূল ৫. আবার শুরু ৬. মহানিশা ৭. কারণ।

২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫১৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫২৫০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩০৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৫৮	৯৬.৫৪
ইউরো	১১০.১৩	১১১.২২
পাউন্ড	১২৮.৮৪	১৩০.৩৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ঐন্দ্রিলা সেন

■ সারা আলি খান

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

3 September, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বৃহস্পতিবার

বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে বিনামূল্যে, ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে ডেঙ্গি পরীক্ষা। সার্কুলার স্বাস্থ্য ভবনে। পিপিপি মডেলে শুরু হবে এই ব্যবস্থা। ডেঙ্গি-মোকাবিলায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবেন আশাকর্মীরা

জাগোবাংলা দফতরে বুধবার সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতা তথা দৈনিকের সম্পাদক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

রাজ্য ভাসাচ্ছে ডিভিসি'র জল, নীরব দর্শক বিজেপি

প্রতিবেদন : দক্ষিণবঙ্গের শিয়রে ফের ভয়াবহ বন্যার ভ্রূকুটি। ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে টানা ভারী বৃষ্টির অজুহাতে বুধবার দুপুর ১২টার মধ্যেই প্রায় এক লক্ষ কিউসেক (৯৯,৮০০ কিউসেক) জল ছেড়ে দিয়ে বাংলাকে কার্যত ভাসিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। বেলা বাড়তেই দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৪০০ কিউসেকে। পাশাপাশি মাইথন ও পাঞ্চেত ড্যাম থেকেও সম্মিলিতভাবে ৫০ হাজার ৭৯৫ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এই বিপুল জলরাশি যখন হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানের নিচু এলাকাগুলিকে ডোবাতে ধেয়ে আসছে এবং ডিভিসি হলুদ সতর্কতা জারি করেছে, তখন রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

বাংলায় ক্ষমতার পালাবদল ঘটতেই ডিভিসি যে কতটা লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে, নিম্ন দামোদর অববাহিকার এই প্লাবন-পরিস্থিতি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে ডিভিসির জল ছাড়ার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতির উপর নজরদারি, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে লাগাতার বৈঠক করা। প্রয়োজনে কড়া অবস্থান নিয়ে বাংলাকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর এক নিরলস চেষ্টা দেখা যেত। ডিভিসি চাইলেই বাংলাকে ভাসিয়ে দিতে পারত না। কিন্তু এখন বিজেপির আমলে সে-সবই অতীত। প্রশাসনিক তৎপরতার চরম অভাবে রাজ্যের মানুষের প্রাণ, ফসল ও সম্পত্তি স্রেফ ডিভিসির খামখেয়ালিপনার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জলাধারগুলির নিরাপদ জলস্তর বজায় রাখার যুক্তিতে ডিভিসি জল ছাড়ার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে। বর্তমানে মাইথন ড্যামের জলস্তর ৪৮৪.২৫ ফুট এবং পাঞ্চেত ড্যামের জলস্তর ৪১৪.১১ ফুটে পৌঁছেছে। ক্যাচমেন্ট এলাকায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক ঘণ্টায় জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়বে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নদী-তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হলেও, পর্যাপ্ত ত্রাণ বা আগাম উদ্ধারের কোনও পরিকল্পিত প্রশাসনিক রূপরেখা এখনও বর্তমান সরকারের তরফে দেখা যাচ্ছে না। ডিভিসি-র এই অনিয়ন্ত্রিত জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত শুধুই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং বর্তমান শাসকদলের চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা। শীর্ষস্তরের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক কড়াকড়ি থাকলে এই বন্যা পরিস্থিতি অনেকটাই এড়ানো বা নিয়ন্ত্রণ করা যেত, যা আজ চরম রাজনৈতিক উদাসীনতার শিকার।

ব্যর্থ প্রশাসন, কঙ্কালসার পুরপরিষেবা বৃষ্টির জমা জলে ডুবল শহর কলকাতা

প্রতিবেদন : কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ফের একবার প্রমাণ হয়ে গেল তিলোত্তমার কঙ্কালসার পুরপরিষেবা। বুধবারের বৃষ্টিতে কার্যত জলের তলায় চলে গিয়েছে কলকাতার সিংহভাগ এলাকা। উত্তর থেকে দক্ষিণ— সর্বত্রই একই চেনা ছবি। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ঠনঠনিয়া, ঢাকুরিয়া, বেহালা কিংবা ভিআইপি রোডের বিস্তীর্ণ অংশ কার্যত নদী। কোথাও কোমর সমান, কোথাও আবার হাঁটু জল। আর এই চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং উদাসীন শহরের পুরপরিষেবা ও সংশ্লিষ্ট দফতর। এদিকে শহরের পুর পরিষেবার দিকে যখন নজর দেওয়া দরকার তখন পুরমন্ত্রীর নজর অন্য কোথাও। ফুটপাথে কে কোথায় দুধ গরম করছে, কোথায় হকাররা কী রান্না করছে— সেসব তুচ্ছ খুঁটিনাটি খুঁজতেই ব্যস্ত তিনি। অথচ খাস কলকাতার মূল রাস্তাগুলো যে জলের তলায় হাবুডুবু খাচ্ছে, পাম্পিং স্টেশন থেকে জল নামানোর কাজ যে শ্লথ সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর নেই মন্ত্রীর। বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা বিজেপি নেতৃত্বাধীন পুরবোর্ড নাগরিকদের পরিষেবা দিতে ডাহা ফেল। শহরের জমা জল বের করার কোনও আগাম প্রস্তুতিই ছিল না পুরসভার।শুধু সস্তা প্রচার আর নজর ঘোরানোর রাজনীতিতে ব্যস্ত বর্তমান পুর প্রশাসন। ফুটপাথের দুধ গরমের মতো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সস্তার রাজনীতি করতে ব্যস্ত এই প্রশাসনের নাগরিক পরিষেবার দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

তিলোত্তমার জলছবি। (উপরে) হসপিটাল রোডে ডুবল স্কুটার। (মাঝখানে) রেস কোর্সের সামনে রাস্তার হাল। (নিচে) ভবানীপুরে গাড়ির উপর ভেঙে পড়ল গাছ।

তারাপীঠ থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ড

বলির পাঁঠা সেই আধিকারিকরাই!

প্রতিবেদন : রাজ্য জ্বলছে, একের পর এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হচ্ছে নিরীহ মানুষের প্রাণ, আর নিজেদের চরম অপদার্থতা ও ব্যর্থতা ঢাকতে সেই পুরনো 'মিউজিক্যাল চেয়ার'-এর খেলায় মাতল রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার! রাজনৈতিক স্তরে দায়বদ্ধতা স্বীকার তো দূরস্থ, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এবং তারাপীঠের জোড়া অগ্নিকাণ্ডে ১৮ জন মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর স্রেফ নিজেদের পিঠ বাঁচাতে এবার দমকলের আধিকারিকদেরই নির্লজ্জভাবে 'বলির পাঁঠা' বানাল রাজ্য প্রশাসন।

দমকল অফিস থেকে কার্যত ঢিলছোঁড়া দূরত্বে নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিট (ফ্রি স্কুল স্ট্রিট)-এর হোটেলে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছিল ৯ জনের, যাঁদের মধ্যে ভিনদেশি নাগরিকও ছিলেন। অন্যদিকে, বীরভূমের তারাপীঠেও হোটেলের আগুনে পুড়ে প্রাণ হারান ২ শিশু-সহ আরও ৯ জন। এই দুটি ভয়াবহ ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও নজরদারির কঙ্কালসার চেহারাটা। আর এই চরম গাফিলতির দায় এড়াতে, জনগণের ক্ষোভের আগুন নেভাতে রাতারাতি দমকলের ১৭ জন ডিএফও (ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার)-কে বদলি করে দিল অপদার্থ সরকার!

যাঁদের বদলি করা হয়েছে, তাঁদের তালিকাটা দেখলেই সরকারের এই জঘন্য ধামাচাপা দেওয়ার কৌশলটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। দক্ষিণ কলকাতা বিভাগের (যেখানে মির্জা গালিব স্ট্রিট অবস্থিত) ডিএফও শুভঙ্কর ঘোষকে সরিয়ে সেখানে আনা হয়েছে নীহাররঞ্জন রায়কে। অন্যদিকে, তারাপীঠ অগ্নিকাণ্ডের দায় চাপানো হয়েছে বীরভূম বিভাগের তৎকালীন ডিএফও অরিন্দম দেবনাথের ঘাড়ে। তাঁকে সরিয়ে পাঠানো হয়েছে বাঁকুড়ায়, আর বাঁকুড়া থেকে শ্যামসুন্দর দে-কে আনা হয়েছে বীরভূমে। এমনকী, সম্প্রতি ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে যে ফায়ার অডিট হয়েছিল, তার নেতৃত্বে থাকা ডিএফও সরোজকুমার বাগকেও সরিয়ে উত্তর কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।

সবচেয়ে বড় প্রহসন হল, প্রশাসনের শীর্ষ মহল থেকে এই গোটা প্রক্রিয়াটিকে 'রুটিন বদলি' বলে চালানোর এক মরিয়া ও হাস্যকর চেষ্টা চলছে। ১৮টা জলজ্যান্ত মানুষের মৃত্যু, শিশু মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক ঘটনার পর এই গণ-বদলি যে সরকারের মুখ রক্ষার এক ড্যামেজ কন্ট্রোল কৌশল মাত্র, তা বুঝতে রাজ্যের সাধারণ মানুষের আর বাকি নেই। প্রশ্ন উঠছে, আধিকারিকদের বদলিতে কি পুড়ে যাওয়া মানুষগুলোর প্রাণ ফিরে আসবে? ফায়ার অডিটের নামে যে চূড়ান্ত শিথিলতা আর কাটমানিরাজ চলছে, তা কি বন্ধ হবে?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোথায় পুরমন্ত্রী?

শহর ভাসছে, ভাসছে বাংলা। কোথায় দুধ-ফোটানো পুরমন্ত্রী? বইপাড়াকে যিনি অক্সফোর্ড স্ট্রিট বানাতে চেয়েছিলেন তাঁর পদধূলি কেন পড়ল না জলে ভাসতে থাকা শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে? ফুটপাথের এক গরিব মানুষকে নিয়ে নাটক করলেন। শেষে চারিদিকে ছি-ছিক্কার পড়ে যাওয়ার পর বলেছিলেন আমার বোধহয় ওইভাবে বলা উচিত হয়নি! আরে আসলে আপনাদের লেজে আগুন লেগেছিল। নইলে এক বিধায়ক তাঁকে তুলে নিয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে! তো আপনাকে আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে বেহালা, বাইপাস থেকে হলদিরাম, হাওড়া থেকে বাঁকুড়া-বীরভূমে কেন দেখা গেল না! আরে আপনি অন্তত যেতেন একবার। নিদেন নৌকোয় যেতেন। জলরাশির সৌন্দর্য দেখে নয় গান গাইতেন সুজলাং সুফলাং... আমরা ওসব দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু গেলেন না কেন? গরিবের পেটে লাথি মেরে, তাঁদের মুখের অন্ন কেড়ে নিতে একবারও ভাবতে হয়নি। এক্ষেত্রে কলকাতার জলমগ্ন মানুষগুলোর কথা মনে পড়ল না! আসলে এই সরকারটা গরিবের নয়, বড়লোকের সরকার। গরিবেরা মরল না বাঁচল তাতে আপনাদের কী যায় আসে! তাই না? শহরকে নাকি আপনারা আধুনিক করে তুলবেন? থুতু, পানের পিক ফেললে জরিমানা করবেন। তো ধরবে কে? শহরের সব জায়গায় সিসি ক্যামেরা আছে? অবাচীনের মতো খালি হাততালি পেতে ঘোষণা করে চলেছেন। কোনও বাস্তবজ্ঞান নেই। এ-বাংলা কোন তালে চলছে জানেন না। আপনাদের হাতে বাংলার শাসনভার চলে যাওয়ার পর মানুষ আশঙ্কা আর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকতে শুরু হয়েছে। একটা করে ভোট আসবে আর তাঁরা আপনাদের সুদে-আসলে বুঝিয়ে দেবেন। শুধু অপেক্ষায় থাকুন।

হঠাৎ এত উদার কেন এরা? এ কোন নতুন নাটক?

হিন্দুধর্মের উদারতা ব্যাখ্যায় আরএসএস ও বিজেপি হঠাৎ একটু বেশিই দরাজ। কেন? জেন-জি আন্দোলনে বিজেপির বেহাল দশায় মলম-স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে ওরা? এবারের বক্তব্যস্থল মার্কিন মুলুক। তাই মেয়র আপত্তি জানালেও সভা বাতিল হয় না। শাসক না চাইলেও অনুষ্ঠানস্থলের বুকিং ক্যানসেল হয়ে যায় না। বলার অধিকার পাওয়া যায়। তাই সরসংঘ চালক বলেছেন। এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাষা আজ থেকে ১৩৪ বছর আগে ব্যবহার করেছিলেন, সেই ভাষায়, সেই আবহই তৈরির চেষ্টা করেছেন। ভাইচারার কথা বলে। সহনশীলতার বার্তা দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী টেনে এনে... 'যত মত তত পথ'। এই বার্তালাপের মাঝে ভাগবত মহাশয় দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন— 'হিন্দুরাষ্ট্র হলেও'। অর্থাৎ, হিন্দুরাষ্ট্রের অ্যাজেন্ডা থেকে সংঘ সরেনি। সরবেও না। হিন্দুধর্ম উদার হবে। সংঘ নয়। তার শাখা সংগঠন নয়। হাতে গরম প্রমাণ আমেদাবাদ। মালালা ইউসুফজাই এবং অ্যানা ফ্রাঙ্কের বই স্কুলে 'নিষিদ্ধ' হয়। তার প্রতিবাদে 'বই পড়ো' কর্মসূচি নিয়েছিল পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। তার উপর হামলা চালায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল। বলা হয়, আগে প্রমাণ করো তোমরা মুসলিম নও। জলজ্যান্ত প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ। এখানে দুর্গাপুজো নিয়ে 'নিদান' জারি হয়। বলা হয়, দুর্গা প্রতিমা গড়ার ক্ষেত্রে যেন কোনো 'কায়দা' না থাকে। যদি তার সঙ্গে থিম জড়িয়ে থাকে? তাহলেও না। দেবীর পুজোয়-প্রতিমায় আবার থিম কী? শিল্প কী? দেবীকে সাধারণের মতো দেখতে হবে না। তাঁর মধ্যে আমরা নিজের মাকে খুঁজব না। সমাজচিত্র ফুটে উঠবে না। এটাই নিদান। 'শুচিতা' বজায় রাখার প্রচ্ছন্ন ফতোয়া ঘোরাফেরা করে পুজো কমিটিগুলির আনাচে কানাচে। বহু বাড়ির পুজো উদ্বিগ্ন হয়... এবার কি আর নবমীতে মাকে মাছের ভোগ দেওয়া যাবে না? পুজো উদ্যোক্তারা আশঙ্কায় ভোগেন... তাহলে কি মণ্ডপ চত্বরে যে ছোটোখাটো রোলের দোকান বসে, এবার আর বসবে না? এই চারটে দিন আঁকড়েই তো কয়েকটা টাকা কামায় তারা। সেই পথ কি বন্ধ? ওরা স্টল দিলে অশুচি হবে পুজো? এগুলোর উত্তর খুঁজলেই বোঝা যাবে, ওদের আসল অ্যাজেন্ডা।

— ইমরান রহমান, বারাসত, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মার্ক্সকে কীসের ভয় এই সাম্প্রদায়িক শক্তির!

কার্ল মার্ক্স এবং মার্ক্সবাদকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঘোর অপছন্দ করার মূল কারণ হল মার্ক্সীয় দর্শন ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের বিভাজনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং ধর্মের সামাজিক ভূমিকাকে তীব্র সমালোচনা করে। সত্যিই কি তাই? বোঝার চেষ্টা করলেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

মার্ক্সকে একেবারে পছন্দ নয় সাম্প্রদায়িক শক্তির? নাকি এদেশের মার্ক্সবাদীদের?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলে কিছু বলার নেই।

কারণ এদেশের তথাকথিত কমুনিস্ট পার্টির লোকজনদেরও ভারতের প্রতি, তাদের মাতৃভূমির প্রতি কোনও আনুগত্য ও শ্রদ্ধা নেই। এককালে তাদের সমস্ত আনুগত্য ছিল রাশিয়া তথা মস্কোর প্রতি এবং সাতের দশকে চিন তথা বেজিং সে স্থান দখল করেছিল। তাই চিন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে আমাদের মার্কসবাদীরা পুলকিত হতেন। কিন্তু নিজের দেশ ভারত তা করলে এই দল তার নিন্দা করে। চিন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করলে এইসব ব্যক্তিরা আনন্দিত হন, কিন্তু সেই পরীক্ষা ভারত করলে তাকে টাকা পয়সার অপব্যয় বলেন এবং এর দ্বারা গরিব মানুষের ডাল-রুটির যোগাড়ে কোনও সুবিধে হবে না বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন।

তাই এ কথা জোর দিয়ে অস্বীকার করা যায় না, ভবিষ্যতে যদি চিন ভারত আক্রমণ করে তবে এই মার্কসবাদীর দল ভারতের বিরুদ্ধে চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবে না। এ প্রসঙ্গে পাঠকের হয়তো স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৬২ সালে চিন ভারত আক্রমণ করলে দেশদ্রোহী মার্কসবাদীরা ভারতকেই আক্রমণকারী বলে দোষারোপ করেছিল এবং '৭০-এর দশকে নকশাল আমলে ওই নকশালবাদীরা আওয়াজ তুলেছিল— চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এককালের ভারত আক্রমণকারী দস্যু মহম্মদ ঘোরির নামে আজ পাকিস্তান তার সব থেকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের নাম 'ঘাউরি' রেখেছে এবং তাতেই ক্ষান্ত থেকেছে। কিন্তু নকশালদের যে মনোভাব উল্লিখিত, স্লোগানের মধ্য গিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাতে অনুমান করা চলে যে তারা এক চিনা ব্যক্তিকে ভারতে এনে সর্বোচ্চ পদে বসাতেও কুণ্ঠিত হবে না।

অন্যদিকে ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তির লাফালাফির কথাটাও বলা দরকার। বিগত কয়েক দশক ধরে দেশে, এবং একদম সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দেশের ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক হামলা, যেমন মাঝে মাঝেই হত ১৯৪৬— ১৯৪৭-এ। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এসবের পেছনে কোনও সাম্প্রদায়িক কারণ আছে কিন্তু আসলে সাম্প্রদায়িক নয় বরং থাকে রাজনৈতিক কারণ। অনাদিকাল থেকে এই ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায়ের মানুষ কোনও ধরনের সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করে আসছে। কিন্তু যখনই কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘাত আবির্ভূত হয়েছে তার মূলে সম্প্রদায়গত কোনও স্বার্থ চরিতার্থকরণের কারণ সন্ধান করে পাওয়া যায়নি। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণ প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং সম্প্রদায়ের বাইরের কোনও রাজনৈতিক বা আর্থনীতিক স্বার্থরক্ষার্থে সাম্প্রদায়িক সংঘাতগুলো ঘটানো হয়ে থাকে এবং অদ্যাবধি তাই হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটেছে। হঠাৎ করে আবির্ভূত এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি কিন্তু ওইসব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক কোনও স্বার্থের অনুপ্রেরণায় সংঘটিত হচ্ছে না। প্রতিবার বিশেষ কোনও রাজনৈতিক কিংবা আর্থনীতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশেষ মহলের উসকানিতে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘাত লাগিয়ে দেওয়া হয়। এতে জনসমাজের কোনও স্বার্থ জড়িত থাকে না, বরং সমাজের অধঃপতিত কোনও কোনও বিশেষ সুবিধালোভী কতিপয় মানুষের হাতে মোটা অঙ্কের তহবিল ধরিয়ে দিয়ে সংঘাত ঘটানোর তৎপরতা চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তারা সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে জড়িয়ে নেয়।

সাম্প্রদায়িক শক্তি সর্বদা 'ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্য আফিম'— মার্ক্সের এই বিখ্যাত উক্তিটাকে ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হিসাবে বিপুলভাবে প্রচার করেন।

যাঁরা মার্কস পড়েননি তাঁরা, যাঁরা মার্কস পড়ে বোঝেননি তাঁরা এবং যাঁরা মার্কস পড়ুন বা না পড়ুন, বিরোধিতা করতে চান, তাঁরা — সকলেই এই বাক্য জানেন এবং বলেন। কিন্তু মার্কস ধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা এই একটা বাক্যে সীমায়িত করলে তা হবে অন্ধের হাতি দেখা। অন্যদিকে এই বাক্যটাকেই ভিত্তি করে মার্কসের অনুগামীদের একাংশ বিপ্লববাদে ডানা মেলতে চান। আর সাম্প্রদায়িক শক্তি সবসময় গুলিয়ে ও ভুলিয়ে দিতে চান মার্ক্সের পুরো উক্তিটাকে। সেই অসাধারণ রূপকধর্মী পংক্তি, যা দিয়ে মার্ক্স তাঁর লেখা শেষ করেছেন, 'ধর্ম হল নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, এক হৃদয়হীন জগতের হৃদয়। ধর্ম জনগণের জন্য আফিম।'

সেইসঙ্গে তাঁরা এটাও জানাতে চান না, লেনিন ১৯০৫ সালে 'স্যোসালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়ন' নিবন্ধে শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রেও নাগরিকের ধর্মবিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করে লিখেছেন :

'ধর্ম রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয় হবে না, এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারি আধিকারিকদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। আইনানুসারে প্রত্যেকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন থাকবে যে কোনো ধর্ম যা সে বিশ্বাস করে তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে, অথবা কোনো ধর্মেই যদি তার বিশ্বাস না থাকে সেক্ষেত্রেও। কোনোভাবেই নাগরিকদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ করা যাবে না। এমনকি সরকারি নথিতে কোনো নাগরিকের ধর্মের কোনো উল্লেখ প্রশ্নাতীতভাবে নিষিদ্ধ হবে।'

প্রশ্নাতীত ভাবে এটাই ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত ধর্ম নিরপেক্ষতার স্বরূপ।

এদেশে সিপিএমের মতো অর্ধমূর্খ মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় থাকলে ভুলে যান, ব্ল্যাঙ্কুইস্টদের প্রস্তাব ছিল, তাদের কাঙ্ক্ষিত পারি কমিউনে কোনও পাদ্রির প্রয়োজন নেই, সেখানে সমস্ত ধর্মীয় সংগঠন ও ধর্মীয় প্রদর্শন নিষিদ্ধ হবে। ১৮৭৪ সালেই এঙ্গেলস এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "অনভিপ্রেত বিশ্বাসকে প্রোমোট করার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল বিশ্বাসীর উপর নির্যাতন"। কথাটি বর্তমানে ভীষণ প্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে বিজেপির মতো ধর্মজ্ঞানহীন সাম্প্রদায়িক দল ক্ষমতায় আসলে ভুলে যায়, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরবর্তী কয়েকটা দশকে মানুষ এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছিল। আর তখন থেকেই পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে উড্ডীন এমন এক চিন্তাভাবনার পতাকা, যেখানে ধর্ম নিছকই কিছু নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। চিন্তার গতির এই বিপরীতমুখিনতা মার্ক্সের উদ্ধৃতির ওপরেও রাজ্য সরকার ও তার পুলিশের এত রাগ।

আমরা মমতাবাদী তথাকথিত মার্ক্সবাদী নই, কিন্তু আমাদের বুকে সদা প্রজ্বলিত মানবিক চেতনার শিখা এতগুলো কথা বলতে ও ব্যাখ্যা করতে উদ্বুদ্ধ করল।

বন্দে মাতরম্।

স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন

স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জনতার দুয়ারে পৌঁছে দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক নতুন প্রকল্প নিয়ে এসেছেন। প্রতিটি ব্লক এবং শহরে বার্ষিক দুয়ারে চিকিৎসা শিবির আয়োজন করা হয়েছে তাঁর নির্দেশে। সমস্ত ব্লক-স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান স্থাপনের মাধ্যমে সকলের জন্য সহজলভ্য এবং সুলভ স্বাস্থ্যপরিষেবা সুনিশ্চিত করেছেন তিনি। চালু করেছেন স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প। ফলে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষেরা চিকিৎসা পেয়েছেন বিনা ব্যয়ে। সেই সঙ্গে তাঁর নজর ছিল স্বাস্থ্য সাথী হাসপাতাল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ করার দিকে।

- ২০১১ সাল থেকে বাংলায় স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় ৬ গুণ বেড়েছে।
- স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অধীনে ২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৭২ কোটি মানুষ স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পেয়েছেন। রাজ্যের প্রায় ৮৫% পরিবার এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত।
- স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য প্রায় ৭০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১৪টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ, ৪২টি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল, ১৩,৫০০-এরও বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৭৬টি সিসিইউ, ৩টি এইচডিইউ, ১৭টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব, ১৩টি মাদার্স ওয়েটিং হাট, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান এবং ১৫৮টি বিনামূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার তৈরি করা হয়েছে।
- আমাদের রাজ্যে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২০১১ সালের ৭১,২০০ থেকে ৩৬.২৫% বেড়ে ৯৭,০০০ হয়েছে।

- বাংলার টেলিমেডিসিন উদ্যোগ স্বাস্থ্য ইঙ্গিতের অধীনে ৭ কোটিরও বেশি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- এমবিবিএস আসন সংখ্যা ১,৩৫৫ থেকে বেড়ে ৬,৩৪৯ হয়েছে।
- স্বাস্থ্য বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ২১০টি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু করা হয়েছে।
- শিশু সাথী প্রকল্পের অধীনে ৬৪,০০০ শিশু জীবনদায়ী হার্ট সাজারির সুবিধা পেয়েছে।
- চোখের আলো প্রকল্পের অধীনে ২৬ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের সুবিধা পেয়েছেন এবং ৩৪ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে চশমা পেয়েছেন।
- নার্সিং ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট আসনের সংখ্যা ২,২৬৫ থেকে বেড়ে ২৮,৫৪৭ হয়েছে।
- ২০২৫ সালে, বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৯৯.১৩% পৌঁছেছে; মাতৃমৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে ১০৪-এ এবং শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১,০০০ জনে ১৭-তে নেমে এসেছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ভারতের প্রথম সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক (স্টেম সেল সংরক্ষণ কেন্দ্র) তৈরি করা হয়েছে।

সুন্দরবনে বাঘের হামলায় গুরুতর জখম কুলতলির এক মৎস্যজীবী

সংবাদদাতা, কুলতলি : সুন্দরবনে ফের বাঘের হামলা! হামলায় গুরুতর জখম হলেন এক মৎস্যজীবী। নাম আজিজ মোল্লা। তিনি কুলতলির মৈপীঠ কোস্টাল থানার নগেনাবাদ এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুন্দরবন-লাগোয়া মৎস্যজীবী মহলে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজিজ মোল্লা-সহ কয়েকজন মৎস্যজীবী রায়দিঘি থেকে বরফ নিয়ে ইলিশ মাছ ধরার ট্রলারে করে সুন্দরবনের জঙ্গল-সংলগ্ন এলাকায় গিয়েছিলেন। মাছ ধরার প্রস্তুতি হিসেবে জাল গুছিয়ে রাখার সময় আচমকাই জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে আজিজ মোল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘের হামলায় আজিজ মোল্লা গুরুতর জখম হন। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। সঙ্গে থাকা অন্যান্য মৎস্যজীবী ও পরিবারের লোকজন তাঁকে কোনক্রমে বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করে দ্রুত তাঁকে চিকিৎসার জন্য কুলতলির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে পরিবারে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

আজিজ মোল্লার পরিবারে স্ত্রী ও চার সন্তান রয়েছে। মাছ ধরাই তাঁর পেশা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী জখম হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তায় পড়েছে পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসার খরচ এবং সংসার কীভাবে চলবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে পরিবার।

সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের কাছে বাঘের হামলার ঘটনা নতুন নয়। জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত তাঁদের জঙ্গল-লাগোয়া এলাকায় যেতে হয়। কিন্তু সেখানে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা থাকে, তেমনই থাকে বাঘের ভয়। নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হন বহু মৎস্যজীবী। স্থানীয়দের দাবি, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। জঙ্গলে প্রবেশের নিয়ম মেনে চলা, বন দফতরের নজরদারি বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিপদের সময় দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। গত কয়েক মাসে সুন্দরবনে একাধিক বাঘের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ১২টি বাঘের আক্রমণের ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

উদ্ধারের পর আজিজ মোল্লার শুশ্রূষা চলছে।

রিলস বানাতে গিয়ে গঙ্গায় নিখোঁজ যুবক

সংবাদদাতা, হাওড়া : প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রিলস বানাতে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন এক যুবক। বুধবার দুপুরে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, শিবপুরের বাসিন্দা ওই যুবকের নাম শেখ মহম্মদ তৌহিদ আক্রম (৩০)। এদিন দুপুরে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে মোবাইল নিয়ে রিলস বানাচ্ছিলেন তিনি। তখন আচমকাই গঙ্গায় পড়ে যান তৌহিদ। জলের স্রোতে নিমেষেই তলিয়ে যান ওই যুবক। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করার আগেই তলিয়ে যান তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রিভার ট্রাফিক পুলিশ। ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো শুরু হয়। তবে বিকেল পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়া ওই যুবকের কোনও খোঁজ মেলেনি।

বধূর মৃত্যুতে গ্রেফতার স্বামী

সংবাদদাতা, কুলপি : গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামাল বাশবেড়িয়া গ্রামে চাঞ্চল্য। গ্রেফতার মৃতার স্বামী। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা ও অশান্তি হয়। বুধবার সকালে প্রতিবেশীরা দীর্ঘক্ষণ তাদের কোনো সাড়া না পেয়ে বাড়িতে খোঁজ নিতে যান। তখন ঘরের বিছানার উপর গৃহবধূ সরবানু বিবিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে মৃতার স্বামী সিরাজ শেখ (২৮)-কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধৃত সিরাজ শেখ।

সরেছে নিম্নচাপ, চলবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : দক্ষিণবঙ্গের উপর থেকে সরেছে নিম্নচাপের কাঁটা। কিন্তু তা হলেও দুর্যোগ এখনই কাটছে না। আগামী ২৪ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় বুধবার ১২০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং হুগলিতে। তবে বৃষ্টি চললেও তার তীব্রতা কমবে। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে। কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও দার্জিলিং-সহ নীচের মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তর বঙ্গোপসাগরে কোনও ঝড়ো হাওয়া বা দমকা হওয়ার পূর্বাভাস নেই। সেই কারণে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নতুন করে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। এদিকে ডিভিসি জল ছাড়তে চলেছে বলে খবর।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেটিয়াবুরুজের গার্ডেনরিচ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ছানি অপারেশন করাতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি হারানোয় রাজ্যকে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

পরিবারের পাশে সামিরুল, রাজ্যের ডিজিকে আবেদন

এবার উত্তর দিনাজপুরের জলিল ফের বাংলাদেশে পুশব্যাকের চেষ্টা

প্রতিবেদন : বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা বধূ সোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের ঘটনা এখনও টাটকা। অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর পর সুপ্রিম কোর্টের বাড়ি খেয়ে বিজেপি বাধ্য হয় সোনালি বিবি-সহ ৬ জনকে বাংলায় ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু বাংলা ও বাঙালিবিরোধী বিজেপি এখনও সেই খেলা অব্যাহত রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও চলছে 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে হয়রানির ঘটনা। এবার উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে একই ধরনের আরেকটি ঘটনা সামনে এসেছে। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম।

গত ১৯ জুন রাতে, বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে পুলিশ উত্তর দিনাজপুরের বাড়ি থেকে জলিল আখতারকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর তাঁকে একটি 'হোল্ডিং সেন্টারে' আটকে রাখা হয়। তবে তাঁর পরিবারের দাবি, জলিল কয়েক প্রজন্ম ধরে ভারতের বাসিন্দা এবং তাঁর কাছে ভোটার আইডি, আধার কার্ড ও রেশন কার্ডের মতো নথিপত্র রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে তাঁর পূর্বপুরুষদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথিপত্রও। তা সত্ত্বেও ডালখোলা পুলিশ প্রথমে জলিলকে আটক করে। তারপর বাংলাদেশে পুশব্যাকের উদ্দেশে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। পরিবারের দাবি মেনে নথিপত্র যাচাই করার পর বিএসএফ তাঁকে সীমান্ত পার না করে আটক কেন্দ্রে ফেরত পাঠায়। পুলিশ সুপার নথিপত্র যাচাই করা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ডালখোলা পুলিশ উল্টে মিথ্যা মামলায় জলিলকে পুনরায় গ্রেফতার করে।

এই পরিস্থিতিতে সামিরুল ইসলাম স্যোশাল মিডিয়ায় লেখেন, অভিযোগগুলো সম্পূর্ণভাবে জলিলের পরিবারের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা। পুলিশ, বিএসএফ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এগুলোর সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহাপরিচালকের ব্যক্তিগতভাবে খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর উচিত জলিলের নাগরিকত্বের নথিপত্র সঠিকভাবে যাচাই করা এবং তিনি যদি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রমাণিত হন, তবে সুরক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বহু বছর তাঁর কাছে জমির নথিপত্র রয়েছে। তিনি আবেদন জানান, যদি বেআইনি আটক, হয়রানি বা মিথ্যা মামলা দায়েরের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও যেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি। দরিদ্র মানুষের ওপর এ ধরনের নিপীড়নের অবসান আমরা নিশ্চিত করব। এদিকে বেঙ্গালুরুতে ট্রেন থেকে নামতেই বাংলাদেশি সন্দেহে ৩১ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের পাঠানো হয়েছে মালদহে। প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশিই যদি হবে, তাহলে মালদহে পাঠানো হল কেন? ফের একবার বাংলাবিরোধী বিজেপির মুখোশ খসে পড়ল।

তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করার চেষ্টা, বাধা পেয়ে পিছু হঠল বিজেপি

সংবাদদাতা, বারাসত: রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে বিজেপি। কারচুপি করে ভোটে জিতে এখন সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এরা।

বুধবার দুপুরে বারাসাত পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের কার্যালয় দখল করতে আসে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। কিন্তু এলাকার মানুষ ও তৃণমূল কর্মীদের বাধায় পিছু হঠতে বাধ্য হয় বিজেপি। এই হার্মাদদের বাধা দিতে গিয়ে তাদের হাতে আক্রান্ত হন তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, এদিন দুপুর একটার পর আচমকাই কিছু লোকজন বারাসাত পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত তৃণমূলের একটি পার্টি অফিসে এসে চড়াও হয়। এবং সেই পার্টি অফিসের বাইরে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্ল্যাক ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে। পাশাপাশি যখন এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে আসে এক তৃণমূল কর্মী তার উপরেও আক্রমণ করার হয় বলে অভিযোগ ওঠে ওই বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ওই তৃণমূল পার্টি অফিসে উপরে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বারাসত থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

জনগণনা করতে গিয়ে শিক্ষককে মারধর, অভিযুক্ত বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, রায়দিঘি: জনগণনা করতে গিয়ে শিক্ষকের ফোনে জোরপূর্বক তথ্য দেখতে চান বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য। কিন্তু সেই শিক্ষক তাতে রাজি না হওয়ায় মারধর করলেন বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর সাগরেদরা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে রায়দিঘি থানার মধুসূদন চক পশ্চিম কৈলাসপুর এলাকায়।

অভিযোগ, জনগণনার কাজ করার সময় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য শুভেন্দু দাস দলবল নিয়ে এসে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বুদ্ধদেব মালের মোবাইল থেকে জনগণনার তথ্য দেখতে চান। তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁর মোবাইল কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর তাঁর বাইক আটকে রেখে ধাক্কাধাক্কি, চড়-থাপ্পড় এবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বুধবার দুপুরে মথুরাপুর-২ বিডিও অফিস এবং রায়দিঘি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বুদ্ধদেব মাল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

ডিভোর্সি মেয়েকে ফ্যামিলি পেনশন নয়

জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : বাবা বা মায়ের মৃত্যুকালীন অবস্থায় মেয়ে যদি বিবাহিত থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হলেও তিনি 'ফ্যামিলি পেনশন'-এর দাবিদার হতে পারেন না। বাবার মৃত্যুর পর পেনশন চেয়ে এক স্বামী পরিত্যক্তার আবেদনের ভিত্তিতে এমনই তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্র তাঁর রায়ে জানিয়েছেন, শুধু অবিবাহিত, বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্ন হলেই পারিবারিক পেনশনের অধিকার তৈরি হয় না। বাবার মৃত্যুর সময় সংশ্লিষ্ট কন্যাকে ওই শ্রেণির মধ্যে থাকতে হবে এবং আর্থিকভাবে বাবার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আদালতের মতে, কর্মচারী বা পেনশনভোগী বাবার মৃত্যুর তারিখই 'ফ্যামিলি পেনশন'-এর যোগ্যতা নির্ধারণের মূল 'কাট অফ ডেট'। পরবর্তী সময়ে মেয়ের বৈবাহিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও সেই পরিবর্তনের ভিত্তিতে নতুন করে পারিবারিক পেনশনের অধিকার তৈরি হবে না। আবেদনকারী গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাবা কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (সিএসটিসি) য় কর্মরত ছিলেন। মামলায় তিনি তাঁর প্রয়াত বাবার পারিবারিক পেনশন দাবি করেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, স্বামীর পরিত্যাগের পর ২০০১ সাল থেকে তিনি বাবার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁর যুক্তি, গত ২০০৮-র ১২ নভেম্বর সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অবিবাহিত, বিধবা ও বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যাদের 'ফ্যামিলি'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট সংস্থাও ২৭ মার্চ ২০১৯-এর সার্কুলারের মাধ্যমে ওই বিধান গ্রহণ করেছিল। আদালতে এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা জানান হাই কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী নয়নচাঁদ বিহানি। তাঁর বক্তব্য, আবেদনকারী ডিভোর্সি হলেও, সেই ডিভোর্স সুট বা বিচ্ছেদের আবেদন করা হয়েছে ২০২১ সালে। গায়ত্রীর বাবা ২০১৮ সালে মারা যান। তার আগে একটি ডিভোর্স সুট করা হলেও তা খারিজ হয়ে যায়। ফলে, বাবার মৃত্যুর সময় মেয়ে আইনত যে ডিভোর্সি ছিলেন, তা বলা যাচ্ছে না। সেখানেই ওঠে প্রশ্ন।

রিষড়ায় হোটেল-রেস্তোরাঁয় অভিযান

সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর : খাবারে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্নার অভিযোগে রিষড়ায় বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দফতর ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, রিষড়া পুরসভা। সঙ্গে ছিল পুলিশ। অভিযানে একটি জনপ্রিয় বিরিয়ানি দোকান মৈত্রী পথের পাশে জিটি রোড সংলগ্ন পাঞ্জাবি বিরিয়ানি দোকানে খাবারে এমন একটি রং ব্যবহারের অভিযোগ সামনে আসে, যার গায়ে স্পষ্ট লেখা— 'নট ফর হিউম্যান কনজাম্পশন'। অর্থাৎ, মানুষের খাবারে ব্যবহারের জন্য ওই রং অনুমোদিত নয়।

জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক বিশ্বজিৎ মান্না জানান, ওই রং মূলত কাপড় বা কাঠ রং করার কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যে ব্যবহারের উপযোগী নয়। তাঁর দাবি, এই রঙের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। এমনকী কার্সিনোজেনিক প্রভাবের আশঙ্কাও রয়েছে। অভিযানে দোকানের রান্নার জায়গা ও ব্যবহৃত কনটেনার নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন আধিকারিকেরা। তাঁদের অভিযোগ, দোকানে ন্যূনতম খাদ্য নিরাপত্তা বিধি মানা হচ্ছিল না এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশনও ছিল না।

খাদ্য সুরক্ষা দফতরের নির্দেশে দোকানে তৈরি বিরিয়ানি নষ্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন না পাওয়া পর্যন্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিরিয়ানি ও মাংসের নমুনা সংগ্রহ করে কলকাতার পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার সিজগ্রাম এলাকায়

আমার বাংলা
3 September, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

খিচুড়িতে পোকা, খেয়ে অসুস্থ বহু শিশু প্রশ্নের মুখে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ক্ষোভ

সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুষ্টিও নেই, সুরক্ষাও নেই। শিশুদের পাতে পোকা ধরা খিচুড়ি! খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল বহু শিশু। বুধবার দিনহাটার ঘটনা। খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে তালা ঝুলিয়ে দিলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার দিনহাটার বড় নাচিনা পুটিমারি এলাকায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার অন্যান্য দিনের মতোই এলাকার শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবার পরিবেশন করা হয়। অভিযোগ, সেই খাবারের মান নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন ওঠে। স্থানীয় কয়েক জন বাসিন্দার দাবি, খিচুড়ির মধ্যে পোকা দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি রান্নায় ব্যবহৃত সোয়াবিনের মান নিয়েও অভিযোগ ওঠে। এরপর ওই খাবার খাওয়ার পরেই দুই শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, অসুস্থ দুই শিশুর পেটে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন এলাকার বাসিন্দারা। শিশুদের খাবার নিয়ে কেন এমন অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। একসময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার ছোট ছোট শিশুদের জন্য যে খাবার দেওয়া হয়, তার মান নিয়ে কোনও রকম আপস করা যায় না। শিশুদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, বর্তমানে শিশুদের

সেই পোকায় ভর্তি নিম্নমানের খিচুড়ি।

জন্য চাল, ডাল, সয়াবিন-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি, সেই সামগ্রী যথাযথ ভাবে ব্যবহার না করে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মী এবং সুপারভাইজারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি ভাবে শিশুদের জন্য যে খাদ্যসামগ্রী বরাদ্দ করা হচ্ছে, তা যদি সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে খাবারের মান নিয়ে এমন অভিযোগ ওঠার কথা নয়। ফলে কোথাও কোনও অনিয়ম বা গাফিলতি হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা। অভিভাবকদের একাংশের বক্তব্য, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারের উপর অনেক দরিদ্র পরিবারের শিশু নির্ভরশীল। সেই জায়গায় খাবারের মধ্যে পোকা পাওয়া গেলে বা নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হলে তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। শিশুদের জন্য বরাদ্দ খাবার নিয়ে কোনও ধরনের কারচুপি বা অনিয়ম হয়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। এলাকাবাসীদের তরফে আরও জানানো হয়েছে, যত দিন না পর্যন্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভাল মানের খাবার পরিবেশনের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে, তত দিন কেন্দ্রটি খুলতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। তবে গ্রামবাসীদের তোলা অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রশাসনের তরফে নিশ্চিত করা হয়নি। খাবার খাওয়ার পর দুই শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ার সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিবেশিত খাবারের সরাসরি কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেটিও এখনও স্পষ্ট নয়। খাবারের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, কিংবা ঘটনায় কোনও প্রশাসনিক তদন্ত শুরু হয়েছে কি না, তা নিয়েও বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সরকারি ভাবে বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী ব্যবহারে কোথাও গাফিলতি হচ্ছে কি না। অভিযোগের সত্যতা তদন্তে প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী।

সীমান্তে ফেন্সিং বাকি স্বীকার করলেন হাফমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সীমান্তের অধিকাংশ জায়গাতেই ফেন্সিং লাগানোর কাজ বাকি রয়েছে। এর কারণেই পাচারকারীরা ঢুকে পড়ছে। নিজের মুখেই এবার এই কথা স্বীকার করলেন হাফ মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বুধবার বালুরঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করার মুহূর্তেই এইকথা বলে ফেলেন তিনি। যদিও বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টাকরেছেন কিন্তু মুখের কথা আর বন্দুকের গুলি তো ফেরানো যায় না। মুখ ফসকে সত্যি কথা বেরোতেই উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সব জেনে বিজেপি পাচারকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে? সীমান্তরক্ষীরা কী করছেন? এমন প্রশ্নও উঠেছে।

জলিলের নথি বৈধ অবশেষে মানল পুলিশ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : করণদিঘির জলিল আখতারের মামলায় আদালতে স্বস্তি পরিবারের, প্রশ্ন সীমান্ত নিরাপত্তা ও প্রশাসনের ভূমিকায়। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির ৬৬ বছর বয়সী প্রবীণ নাগরিক জলিল আখতারকে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি রাখার ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের হয়রানি নিয়ে নতুন করে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বুধবার ইসলামপুর আদালতে এই মামলার শুনানিতে বড়সড় মোড় এসেছে। তদন্তকারী অফিসার আদালতে লিখিতভাবে স্বীকার করেছেন যে, জলিল আখতারের জমা দেওয়া ভোটার ও রেশন কার্ড সম্পূর্ণ আসল বা বৈধ। উল্লেখ্য, গত ১৯ জুন রাতে বাড়ি থেকে জলিল আখতারকে আটক করে পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী নজরদারির আওতায় রাখা হয় বলে অভিযোগ। ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য তাঁর পরিবার ভোটার, রেশন, প্যান ও আধার কার্ডসহ একাধিক সরকারি নথি আদালতে পেশ করে। কিন্তু প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা ও নথির সময়মতো যাচাই রিপোর্ট জমা না পড়ার কারণে বৃদ্ধকে দীর্ঘদিন হোল্ডিং সেন্টার ও জেলে থাকতে হয়। আইনজীবী আব্দুল সাহিদের মতে, তদন্তকারী অফিসারের লিখিত সত্যতা স্বীকারের পর জলিল আখতারের দ্রুত মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে।

নোংরা জলে নাকাল

সংবাদদাতা, মালদহ : বর্ষা এলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে কালিয়াচকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। বৃষ্টির জল ও উপচে পড়া নোংরা ড্রেনের জলে কার্যত নাকাল স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চললেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। কালিয়াচক নজরুল ভবনের এক পাশে রয়েছে কালিয়াচক গার্লস হাইস্কুল এবং তার পাশেই কালিয়াচক হাইস্কুল।

স্থানীয়দের তৎপরতায় জলাধার থেকে উদ্ধার শাবক-সহ মা-হাতি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জলাধারে পড়ে গিয়েছিল শাবক-সহ মা হাতি। স্থানীয়দের তৎপরতায় অবশেষে উদ্ধার হল। ভারত ভুটান সীমান্তের কুমারগ্রাম চা-বাগানের ঘটনা। মঙ্গলবার গভীর রাতে খাবারের খোঁজে বক্সার জঙ্গল বেরিয়ে শাবক-সহ সেচের জলাধারে পরে গিয়ে আটকে পড়ল মা-হাতি। প্রথমে রাতের অন্ধকারে চা বাগানের ১২ নম্বর কম্পার্টমেন্টে সিমেন্টের তৈরি ওই পাকা ট্যাঙ্কে পড়ে যায় একটি হস্তী শাবক। শাবকটিকে সেখান থেকে উদ্ধারের চেষ্টায় ওই ট্যাঙ্কে নেমে পড়ে মা হাতিটিও। কিন্তু এরপর শত চেষ্টা করেও দুজনের কেউই ওই জলাধার থেকে বেরোতে পারে না। ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে মা ও শাবক হাতি দুটি। হাতির চিৎকার শুনে চা বাগানের চৌকিদার ছুটে এসে ঘটনা দেখে কর্তৃপক্ষকে জানায়। এরপর খবর যায় বন দফতরে। শেষ রাতে খবর পেয়ে হাতি দুটিকে উদ্ধার করতে ছুটে যান বনকর্মীরা। এই ঘটনায় ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা উদ্ধারে নামেন। খবর দেন বনদফতরে।

উদ্ধার করা হচ্ছে হাতিটিকে।

কিছুক্ষণ এসে পৌঁছন বনকর্মীরা। প্রথমে পাম্পসেটের সাহায্যে ট্যাঙ্কের জল কমানো হয়। এরপর বনকর্মী, দমকলকর্মী, পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় শুরু হয় মা ও শাবক হাতিকে উদ্ধারের কাজ। প্রায় চার ঘন্টার দীর্ঘ চেষ্টার পর মা হাতিটিকে এবং পরে আরও দুই ঘন্টার চেষ্টায় শাবক হাতিটিকেও নিরাপদে ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর মা হাতি জঙ্গলের দিকে ফিরে গেলেও, শাবকটি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েই চা বাগানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। পরে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় সেটিকেও জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হয় বনকর্মীরা। দুজনেই নিরাপদে জঙ্গলে ফিরে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সংশ্লিষ্ট সকলেই।

পুলিশের সামনেই লাঠি উঁচিয়ে আস্ফালন

গ্রামবাসীদের জোর করে দলে টানতে বিজেপির গুন্ডাবাহিনীর তাণ্ডব

প্রতিবেদন : ভোট লুট করে জিতেও থেমে নেই বিজেপি। জোর করে দল ভারী করতে দিকে দিকে গুন্ডামি চালাচ্ছে। জলপাইগুড়ির পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত ও বারপাটিয়ার ঘটনা। বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে বের করে এনে শাঁসানোর অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, মুখে কাপড় আর হাতি লাঠি নিয়ে বিজেপির ওই গুন্ডাবাহিনী পুলিশের সামনেই গুন্ডামি করছে। কিন্তু পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিজেপির এই তাণ্ডবে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক রায়কে উপেক্ষা করে জোরপূর্বক তৃণমূল সদস্যদের নিজেদের দলে টানার জন্যই এই হামলা চালিয়েছে বহিরাগত দুষ্কৃতী ও বিজেপির কর্মীরা। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর থেকেই গোটা পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত ও বারপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গেছে ঘটনার সুত্রপাত, তারা আজকে একটি অন্য দলে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন কিন্তু সেই সময় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা আসেনি লাঠি সোটা নিয়ে ভাঙচুর চালানো হয় গাড়ির উপর কর্মী-সমর্থকের উপর কোনও হাতাহাতি করা হয়নি । তবে মিটিংয়ে আসা কর্মী-সমর্থকদের গাড়ির উপর ভাঙচুর চালানো হয়। কারণ তারা প্রস্তাব দিয়েছেন তাদের দলে যাওয়ার কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান উপাদান-সহ গ্রাম পঞ্চায়েতেরা তারা যাবে না তাদের দলে।

পুলিশ যেন নীরব দর্শক।

৮
৩ সেপ্টেম্বর
২০২৬
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 September, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গ, রাস্তায় বইছে জলস্রোত, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

ভাসছে বোলপুরের একাধিক এলাকা।

দুর্গাপুর ব্যারেজে ছাড়া হয়েছে জল, আশঙ্কা বন্যার।

প্রতিবেদন : বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা-সহ জেলা। রাস্তায় বইছে জলস্রোত। বীরভূম থেকে বাঁকুড়া জলের তলায়। মাটির বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে এসেছে মৃত্যুর খবরও। কিন্তু সমস্ত জায়গার বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তায় জল জমে রয়েছে তারপরও ভ্রূক্ষেপ নেই প্রশাসনের। বুধবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ৭০-১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এরইমধ্যে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার কারণে বন্যার আশঙ্কা আরও বেড়েছে। জল বইছে বীরবূমের দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজে ও বেলসাড়া গ্রামের মাঝে থাকা শাল নদীর ভাসা ব্রিজের (কজওয়ে) উপর দিয়ে। পারাপার পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। অসুবিধায় পড়েছেন মানুষজন। ব্যারেজ থেকে এই বিপুল জল ছাড়ার খবরে আতঙ্কিত মানুষজন। দামোদরের নিম্ন অববাহিকার তিনটি প্রধান জেলা-পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়ায় দেখা দিয়েছে বন্যার ভ্রূকুটি। সাধারণত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ১ লক্ষ কিউসেকের সীমা অতিক্রম করলে নিম্ন অববাহিকায় প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও বর্তমান জল ছাড়ার পরিমাণ ৯৬৯০০ কিউসেক। ১ লক্ষের সামান্য নিচে, তবে, ঝাড়খণ্ডের মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকেও জল ছাড়া অব্যাহত থাকলে এবং নিচু এলাকায় বৃষ্টি চলতে থাকলে দ্রুত ১ লক্ষ কিউসেক ছাড়িয়ে যেতে পারে। এছাড়া একাধিক নিচু এলাকায় নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকায় বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে । তাহলে কি আবার দামোদরের নিম্ন অববাহিকার মানুষের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হতে চলেছে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুর্গাপুর ব্যারেজের সেচ বিভাগের এক কর্তা বলেন, মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে এই রাজ্যের দামোদর নদ সংলগ্ন বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া এবং না হওয়া।

বাঁকুড়ায় বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত তিন

প্রতিবেদন : বৃষ্টির জেরে বাঁকুড়ায় দু'টি পৃথক ঘটনায় মাটির বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৩ জনের। ৩ জনেই রাতে নিজেদের বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে। মঙ্গলবার রাতে সোনামুখী থানা এলাকায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, রাতেই সিমলাপালের কুশতোড়া গ্রামে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক দম্পতির। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত বৃদ্ধার নাম বেলি রুইদাস। সোনামুখী থানার কুন্ডপুষ্করিণী গ্রামে ছেলে ও পুত্রবধূর সঙ্গে মাটির বাড়িতে থাকতেন। মঙ্গলবার রাতে ব্যাপক বৃষ্টির জেরে বাড়ির দেওয়াল নড়বড়ে হয়ে পড়ে। বিপদ বুঝে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন দম্পতি। কিন্তু বাড়ি থেকে বের করা যায়নি বৃদ্ধাকে। এরপর চোখের নিমেষে মাটির দেওয়ালটি বৃদ্ধার উপরে পড়ে যায়। অন্যদিকে, সিমলাপালের কুশতোড়া গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় থাকতেন এক দম্পতি। মঙ্গলবার রাতে সেই বাড়িতেই ঘুমোচ্ছিলেন তাঁরা। টানা বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়েন পালকু বাস্কে ও সোমা বাস্কে। বুধবার বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবেশীরাই তাঁদের উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় সিমলাপাল থানায়। পুলিশের তরফে দু'জনকেই সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনার রাস্তায় বিরাট ধস, গুণমান নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : দিকে দিকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনার রাস্তা নিয়ে আসছে অভিযোগ। কোথাও নামছে ধস, কোথাও আবার ঢালাইয়ের দু'দিনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে গর্ত। এবার ঘটনাস্থল আসানসোলের বারাবনি বিধানসভা এলাকা। মদনমোহনপুর গ্রামে ঘনবসতি এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বিরাট অংশ ধসে গিয়েছে। যার ফলে বারাবনি বিধানসভার ভানোড়া থেকে নুনী মোড় যাওয়ার যোগাযোগ সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । কী কারণে এই ধস, তা নিয়ে বারাবনি ব্লক অফিসের আধিকারিকরা তদন্তে নেমেছে । আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা। মাত্র ১০ ফুট দূরেই রয়েছে তাঁদের বাড়িঘর। ফলে কখন কী ঘটে

সেই ভেবেই প্রমাদ গুনছেন সবাই মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ ধসের ফলে রাস্তাটি সম্পূর্ণ রূপে ধসে যায়। বাসিন্দারা তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। বারাবনি থানার পুলিশ জানতে পেরে তড়িঘড়ি এলাকায় পৌঁছায়। বাসিন্দাদের ঘুম থেকে তুলে তাঁদের সতর্ক করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি হঠাৎই মারাত্মকভাবে ধসে যাওয়ায় ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৭০ থেকে আশি ফুট এলাকা জুড়ে রাস্তার এক বিশাল অংশ ধসে গিয়ে গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে। চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। খনি এলাকায় ধস হলেও খনিজনিত কারণে এই ধস নয় বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে।

অবৈধভাবে গাছ-কাটা নিয়ে চলল অভিযান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের চাঁদাবিলা এলাকায় অবৈধভাবে গাছ-কাটার বিরুদ্ধে চলে অভিযান। অভিযানের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে বনসম্পদ রক্ষা এবং অবৈধভাবে গাছ কাটা বন্ধ করার বিষয়ে সচেতনতা প্রচার করা হয়। বন দফতরের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের জানানো হয়, নির্বিচারে গাছ কাটা হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বনজ সম্পদের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই বনাঞ্চল ও বনজ সম্পদ রক্ষায় সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। এদিনের অভিযানের মাধ্যমে একদিকে যেমন অবৈধ গাছ কাটার কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও বন ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধভাবে গাছ কাটা ও বনজ সম্পদ নষ্টের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।

ইটভাটার একটি ভাঙা ঘর থেকে ৩৪ বছরের এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ থানার তাহেরপুর এলাকায়। মৃতের নাম ভাস্কর সিং

দার্জিলিং স্টেশনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল টয় ট্রেনের লোকো শেড, আহত ৭ রেলকর্মী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : সিকিমের টানেল-দুর্ঘটনার ক্ষত এখনও দগদগে। একসঙ্গে ২৭ কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। এমন ঘটনার পরও বদলায়নি চিত্র। কোনও দিকেই রক্ষণাবেক্ষণে নজর দেওয়া হয়নি। চলছে চরম উদাসীনতা। দার্জিলিং স্টেশনে টয় ট্রেনের লোকো শেডের ভগ্নদশা সারায়নি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। যার মাশুল দিতে হল কর্মরত সাত রেলওয়ে কর্মীকে। যদিও বরাতজোরে প্রাণে বেঁচেছেন তাঁরা। ঠিক কী ঘটেছিল? বুধবার সকালে ওই লোকো শেড ভেঙে পড়ে। সেইসময় ঘটনাস্থলে ছিলেন বেশ কয়েক জন। ছাদ ভেঙে পড়ায় অন্তত সাতজন কর্মী কমবেশি আহত হন। ঘটনাটি নজরে আসতেই উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন অন্য রেলকর্মীরা। আহতদের সকলকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। রেল সূত্রে খবর, আহতদের চোট গুরুতর নয়। দার্জিলিং স্টেশনের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী ইঞ্জিন-শেডে মূলত টয় ট্রেনের ইঞ্জিন রাখা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মূলত ইঞ্জিন শেডের অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এই ঘটনার পর ওই শেডের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এভাবেই ভেঙে পড়েছে লোকো শেড, ঘটনাস্থলে চাঞ্চল্য।

জলপাইগুড়িতে সরকারি হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে পরিষেবা পাওয়ার কথা থাকলেও রক্ত পরীক্ষার নামে টাকা আদায়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে। এই ঘটনায় হাসপাতালের এক কর্মীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলেছে একটি রোগীর পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, সম্প্রতি এক কিশোরীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত ল্যাব টেকনিশিয়ান বা কর্মী উজ্জ্বল সরকার রক্ত পরীক্ষার জন্য প্রথমে ৭০০ টাকা দাবি করেন। পরবর্তীতে দর কষাকষির পর ৪০০ টাকা নেওয়া হলেও নির্দিষ্ট পরীক্ষার রিপোর্ট কিংবা সরকারি রসিদ কোনোটাই তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। উলটো ওই কর্মীর বিরুদ্ধে রোগীকে নির্দিষ্ট একটি বেসরকারি পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে সেখানে পরীক্ষা করানোর চাপ দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কেবল এই একটি পরিবারই নয়, এর আগেও আরও বেশ কয়েকজন রোগীর পরিবারের কাছ থেকে একই কায়দায় ৪০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও নানা টালবাহানা করে রোগীদের বেসরকারি ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগের আঙুল উঠেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একাংশের বিরুদ্ধে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার জেরে রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মীর সঙ্গে ওই বেসরকারি পরীক্ষাগারের কোনো আর্থিক লেনদেন বা গোপন আঁতাত রয়েছে কি না, তা সম্পূর্ণ তদন্ত সাপেক্ষ। তবে এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। প্রশাসনিক স্তরে সঠিক তদন্ত হলে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা।

ঠিকা বিরোধী দলনেতার

(প্রথম পাতার পর)

বালুরঘাটের বাড়িতে ঘরবন্ধ অবস্থায় তার দেহ পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার নিরপেক্ষ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু সবথেকে বড় রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে তার স্ত্রীর সাম্প্রতিক বদলিকে কেন্দ্র করে। যুব নেতৃত্বের প্রশ্ন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মধ্যেই কোন অদৃশ্য জাদুবলে ও কীসের বিনিময়ে বালিশের স্ত্রী বন দফতরের আকর্ষণীয় বদলি পেলেন? বালিশ-শিবির আসলে বিজেপিরই সুবিধাভোগী। ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের আখের গোছাতে তারা বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাত তৈরি করছে। বেইমানরা যে আসলে বিজেপির 'বি টিম' এবং তাদের হয়েই ময়দানে খেলছে, এই ঘটনা সেটাই হাতেনাতে প্রমাণ করে দিল।

এতদিন যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হলেও এখন তারাই গদ্দারি করছে। এই গদ্দারদের বাংলার মানুষ কোনও দিনই ক্ষমা করবেন না। যাদের রাজনৈতিকভাবে কোনও অস্তিত্ব নেই, কর্পোরেশন ভোট, পঞ্চায়েত ভোটে লড়াই করার ক্ষমতা নেই তারা এখন ঠিকা বিরোধী দল হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বিজেপি নেত্রীর রফার চেষ্টা ব্যর্থ

(প্রথম পাতার পর) বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো সরকারের রাজত্বে ধর্ষণ-রাজ্যে পরিণত হয়েছে বাংলা। আইনশৃঙ্খলা তলানিতে নেমেছে ফের একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল। এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বিজেপি সরকার। ধর্ষকদের সেফ গার্ড দেওয়ায় সরকারের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। বিজেপির রাজত্বে বাংলা ধর্ষণ-রাজ্যে পরিণত হয়েছে তা প্রমাণ হয়ে গেল।

এদিকে, ওই ঘটনার পর নাবালিকা ওই শিশু অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে পরবর্তীতে দিনহাটা হাসপাতালে ভর্তি করায় পরিবারের লোকেরা। এরপর ঘটনা জানাজানি হতেই পরিবারের পক্ষ থেকে এদিন দিনহাটা থানায় অভিযোগ করতে এলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি!

প্রসঙ্গত, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে ধর্ষণের খবর। দুর্গাপুর, দিনহাটা, রায়গঞ্জ, নদিয়া, সরশুনা, ট্যাংরা, হাড়োয়ার পর বারুইপুরে ঘটে গিয়েছে নির্মম ঘটনা। পুলিশের নির্লজ্জ নিষ্ক্রিয়তা দেখেছে বাংলার মানুষ। আছড়ে পড়েছে জনরোষ। গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় অভিযুক্তের। তার পরও শিক্ষা নেই বিজেপির। একশ্রেণির মিডিয়াও চুপ। রাতদখল হচ্ছে না। বুদ্ধিজীবীদের কোনও আওয়াজ নেই। বিজেপি সরকার বাংলায় আসার পর থেকে বিগত এক মাসে নারীদের জন্য নরক হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। বিগত সরকারের আমলে পান থেকে চুন খসলে বড় বড় বুলি আওড়াতেন যাঁরা, এখন তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কোথায় হারিয়ে গেল? আজ রাজ্যে মহিলা ও শিশুকন্যাদের এই হাল কেন? বিজেপির কাছে কোনও জবাব নেই। মুখ থুবড়ে পড়ছে বাংলার ডাবল ইঞ্জিন।

ভাসছে শহর-বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

উডবার্ন পার্ক রোড, হসপিটাল রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, এজেসি বোস রোড, এটিএম রোড, জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড, হেস্টিংস পার্ক রোড, উত্তীর্ণের সামনে, পিটিএস, পোর্ট এরিয়া-গেট নম্বর ৫, বর্ধমান রোড, ডিএইচ রোডেও জমেছে জল। হেস্টিংসের কাছে উড়ালপুল থেকে নামতেই পড়তে হচ্ছে জমা জলে। সেন্ট্রাল-আমহার্স্ট স্ট্রিট, থিয়েটার রোড, ওয়াটার লু স্ট্রিটেও জল জমেছে। ভবানীপুর বিধানসভা এলাকার বেশ কিছু জায়গা, যেমন কালীঘাট, হরিশ মুখার্জি স্ট্রিট, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনের রাস্তাও জলমগ্ন। সে কারণে যানজটের মুখে পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। অন্য দিকে, টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তাই ভোগান্তি বেড়েছে শহরবাসীর। কিন্তু কোথায় রাজ্য প্রশাসন? অধিকাংশ জায়গায় পাম্পও চালানো হয়নি। ফলে দিনভর জলমগ্ন এলাকা। পুর প্রশাসন নেই। কমিশনারের দায় নেই। তাই ভাগের মা গঙ্গা পায় না, শহর কলকাতা ডুবছে।

তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় না থাকার জেরে বোহেমিয়ান আচরণ শুরু করেছে ফের ডিভিসি। নিয়ন্ত্রণহীন জল ছাড়া চলছে। যে কারণে ভাসছে হুগলি, হাওড়া, উদয়নারায়ণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। এদিকে বুধবার সকালে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হয়েছে ৯৬ হাজার ৯০০ কিউসেক জল। দামোদরের নিম্ন অববাহিকার তিনটি প্রধান জেলা পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়ায় দেখা দিয়েছে বন্যার ভ্রূকুটি। এছাড়া একাধিক নিচু এলাকায় নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকায় বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে।

বাঁকুড়ায় দুমনি খালের জলের স্রোতে পাত্রসায়রের ভাসা সেতু ভেসে গিয়েছে। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দু'প্রান্তের মানুষ। এই সেতু তৃণমূল আমলে জেলা পরিষদের টাকায় হয়েছিল। মূল ভূখণ্ড থেকে ২০টি গ্রাম বিচ্ছিন্ন। বীরভূমে ময়ূরাক্ষী নদীর জল বেড়েছে। তিলপাড়া বাঁধ থেকে ৯ হাজার কিউসেক জল ছাড়ায় প্লাবনের মুখে জেলা। হাওড়ায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ডোমজুড় ও মাকড়দহ এলাকা। সেখানেই সহদেব বাছার নামে এক ব্যক্তির দেহ জলে ভাসতে দেখা যায়। এলাকাগুলিতে কোথাও কোমর জল, আবার কোথাও হাঁটু জল। পুর প্রশাসন নেই। মানুষের দুর্ভোগও চরমে।

ঝুলে ২৭ লক্ষের ভাগ্য

(প্রথম পাতার পর)

কমিশনের আমলাতান্ত্রিক লালফিতের ফাঁসে আটকে থাকা এই বিপুলসংখ্যক মানুষ কি আসন্ন পুরভোটে আদৌ নিজেদের মতপ্রকাশ করতে পারবেন? এই জ্বলন্ত প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েও কার্যত নির্বিকার কমিশন।

দায় এড়ানোর এক নজিরবিহীন ও কদর্য খেলা চলছে এখন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে সাফাই দেওয়া হচ্ছে, আদালত থেকে নাম পাঠানো হলে তবেই নাকি সেই নাম ভোটার তালিকায় সংযুক্ত করার কাজ হবে! অর্থাৎ, নিজেদের অকর্মণ্যতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঢাকতে সোজা বিচারব্যবস্থার কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে আধিকারিকেরা। এদিকে, আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার তালিকাই বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শোনা যাচ্ছে, দুর্গাপুজোর আগেই সেই তালিকা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে এসে পৌঁছবে। তারপর এলাকা বিন্যাসের কাজ সেরে লক্ষ্মীপুজোর পরেই ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করার ছককষা হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই একদফায় ভোট করানোর জন্য রীতিমতো কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে কমিশন। অথচ, যে ২৭ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করার বিষয়ে কমিশনের কোনও হেলদোল নেই!

সবচেয়ে বড় প্রহসন হল, পুলিশি ব্যবস্থাকে ঢাল করে বিগত নির্বাচনগুলিতে দেদার বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, সেই রাজ্য পুলিশের ঘেরাটোপেই আসন্ন পুরভোট করানোর একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন! একদিকে ২৭ লক্ষ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে কার্যত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাইরে রাখা, অন্যদিকে রাজ্য পুলিশ দিয়ে একদফায় ভোট করানোর এই ব্লু-প্রিন্ট আসলে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নামে এক চূড়ান্ত উপহাস। নির্বাচন কমিশনের এই মেরুদণ্ডহীন এবং অপদার্থ ভূমিকা বাংলার গণতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রতিদিন ধ্বংস করছে। ২৭ লক্ষ জলজ্যান্ত মানুষের নাম অ্যাডজুডিকেশনের গেরোয় ফেলে রেখে, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে যে নির্বাচন হতে চলেছে, তা কি স্রেফ একটা সাজানো নাটক ছাড়া আর কিছু? নির্বাচন কমিশনের এই চূড়ান্ত ব্যর্থতার জবাব সাধারণ মানুষকেই এবার বুঝে নিতে হবে।

দিল্লি দরবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 September, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জন্মগতভাবে হার্টের অসুখ। দু'বছর থেকেই দিল্লি এইমসে চিকিৎসা চলছিল কোটার বাসিন্দা ১৫ বছরের তনভিরের। মঙ্গলবার সেখানেই মৃত্যু হয় তার। বাবার অভিযোগ, ১৩ বছর অপেক্ষা করেও তারিখ পাওয়া যায়নি অস্ত্রোপচারের

লাগাতার প্রবল বৃষ্টি-ধস-বন্যা • সতর্কতা হড়পারও

প্রকৃতির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ড, মৃত্যু অন্তত ২৬৭

নয়াদিল্লি: নেপালে প্রকৃতির রোষের ক্ষত এখনও তাজা। কিন্তু এরই মধ্যে বৃষ্টি, ধস এবং বন্যার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড। বন্যার আশঙ্কায় প্রায় বিনিদ্র রাত কাটছে উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষেরও। বিপদের মুখে ঝাড়খণ্ডও।

হিমাচলে তাণ্ডবটা অবশ্য বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। গত ৬৪ দিনে হিমাচলে প্রাণ হারিয়েছেন ২৬০ জন। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে সিমলা এবং সিরমৌরে। ভয়ঙ্কর দুর্যোগে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে রাজ্যের অন্তত ১৫০টি সড়ক। ৩০ জুন থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি, ধস, হড়পা বান এবং দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এই ২৬০ জন। স্টেট এমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টারের তথ্যের দাবি অন্তত এটাই। বর্ষাজনিত কারণে মৃত্যুসংখ্যা ১০৬। ধসে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন ১৩ জন। গাছ চাপা পড়ে এবং পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে প্রাণ নিয়েছে ৩৪ জনের। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ১৫৩।

অন্যদিকে বৃষ্টি আর ধসে উত্তরাখণ্ডে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৭ জনের। পৌড়ির কোটদ্বারে নদীর জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে মা ও দেড় বছরের মেয়ের। আলমোড়ার হবালবাগে বাড়ি ভেঙে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২ মহিলা এবং এক শিশু। ধারের টুনি এলাকায় ধসে নিহত হয়েছেন ২ নেপালি শ্রমিক। পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো। ধসের জেরে বন্ধ বাগেশ্বর ১০৯ নম্বর জাতীয় সড়ক। সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনা, নৈনিতালে বিপদসীমা ছুঁয়েছে শিপ্রা ও কোশী নদীর জল। টিহরিতে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় যানবাহন চলাচল প্রায় স্তব্ধ। একটানা বৃষ্টি। সামাল দিতে ২৭ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে গোলা নদীতে। হলদ্বানী, উধম সিং নগর, পুলভট্টা, শান্তিপুরী এবং সূর্যনগরে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে মাইকে ঘোষণায়। খটিমার বনগাঁওয়ে খকরা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উঁচু জায়গায়।

উত্তরাখণ্ডে আপাতত বন্ধ ১৭২টি সড়ক। প্রায় থমকে দাঁড়িয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। যে কোনও মুহূর্তেই ধসের সম্ভাবনা। রাজ্যের আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা, অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আলমোড়া, বাগেশ্বর, টিহরি, নৈনিতাল, উধম সিং নগর এবং পৌড়িতে। ফলে আরও বড়মাত্রায় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে এই পাহাড়ি রাজ্যে।

উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার জলস্তর দ্রুত বাড়তে থাকায় বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হয়েছে নিচু এলাকা থেকে। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গার জল। ডুবে গিয়েছে বারাণসীর ৮৪টি ঘাট। ফুঁসছে চিত্রকূট, মন্দাকিনী নদীও।

শুধু উত্তরের ২ পাহাড়ি রাজ্যই নয় বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে ঝাড়খণ্ডও। হড়পা বানের সতর্কতা জারি করা হয়েছে এই পাহাড়-জঙ্গলে ভরা রাজ্যে। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে গরওয়া, পালামৌ, সিমডেগা এবং পশ্চিম সিংভূমে।

বিপদে উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডও

নেপালের নদী থেকে ভেসে আসা মাছে নিষেধাজ্ঞা বিহারে

পাটনা: হড়পা-বিধ্বস্ত নেপাল থেকে নদীতে ভেসে আসা অপরিচিত প্রজাতির মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিহারের বহু বাসিন্দা। সেই কারণে বড় বিপদ এড়াতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওইসব মাছ খাওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল সরকার। নেপাল থেকে বহু নদীই প্রবেশ করেছে ভারতে। স্বাভাবিকভাবেই হড়পা-তাণ্ডবের প্রভাব পড়েছে সেইসব নদীতেও। নেপাল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকছে মাছ। সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নেপালের নদীর স্রোতে ভেসে আসা পরিচিত-অপরিচিত প্রজাতির মাছ ধরে বিক্রি করা বা খাওয়া চলবে না। বিহারের প্রাণী এবং মৎস্য সম্পদ দফতরের নির্দেশিকায় এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বন্যায় দূষিত নর্দমা, মৃত প্রাণী এবং অন্যান্য দূষকের সংস্পর্শে ওইসব মাছ দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে সেগুলোর শরীরে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। স্বাভাবিকভাবেই সেইসব মাছ খেলে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। সেই কারণেই আপাতত নিষেধাজ্ঞা। অপরিচিত মাছ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট দফতরে জানানোর জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। অসুস্থ বোধ করলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, নেপালে হড়পা-তাণ্ডবের পরেই জলস্তর বেড়েছে কোশী এবং গণ্ডক নদীর। পলি, কাদার স্রোত, আবর্জনার পাশাপাশি ভেসে আসছে মৃত মাছও। সেই কারণে নদীর জলে কোনও কাজ করা থেকেও আপাতত বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, টিউবওয়েল এবং কুয়োর পানীয় জলেও মিশে যাচ্ছে নেপালের বন্যার দূষিত জল। ফলে দেখা দিয়েছে ডায়েরিয়া, কলেরার আশঙ্কাও। দূষিত জমা জল থেকে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ারও। প্রতিরোধ করতে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে পশ্চিম-পূর্ব চম্পারণ, সীতামারি, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া-সহ সীমান্তের জেলাগুলোতে। এদিকে, বুধবার সকাল পর্যন্ত নেপালে উদ্ধার করা হয়েছে মোট ১,১২৭ জনের দেহ। নেপাল পুলিশের তথ্য বলছে, এখনও পর্যন্ত নিখোঁজের সংখ্যা ৪,৮৫৮।

১০০ উদ্ধার অভিযানে ৬ দিন আকাশে প্রিয়া

ক্যাপ্টেন প্রিয়া অধিকারী

দৃষ্টান্ত প্রিয়া

নেপালের এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং মানবিকতার নিদর্শন রাখলেন নেপালের প্রথম হেলিকপ্টার ক্যাপ্টেন ৪০ বছর বয়সি প্রিয়া অধিকারী। নাওয়া-খাওয়া ভুলে টানা ৬ দিন উড়েছেন আকাশে। নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অন্তত ১০০ উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন দুর্গতদের।

ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল সাংসদ

সুপ্রিম-নির্দেশ উপেক্ষা করে বাংলায় স্বেচ্ছাচার পুলিশের

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের তোয়াক্কা না করে পুলিশের অপব্যবহার করছে বাংলার বিজেপি সরকার। সংবিধানের অবমাননা করছে তারা। বুধবার দিল্লিতে রীতিমতো চাঁচাছোলা ভাষায় এই অভিযোগ এনেছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, বাংলায় স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে পুলিশ। টার্গেট করা হচ্ছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে পুরনো অভিযোগ খুঁজে বের করে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিমেষের মধ্যে গ্রেফতার করা হচ্ছে। তার আগে অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখা বা যথাযথ তদন্তের

ধার ধারছে না বিজেপি সরকার। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হল, কার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হচ্ছে না, আপলোড করা হচ্ছে না এফআইআরও। নোটিশ দেওয়া তো দূরের কথা। সাগরিকার প্রশ্ন, বিজেপি সরকারের এই স্বেচ্ছাচার কি শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরিপন্থী নয়? সংবিধানের অবমাননা নয়? অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে সাগরিকা ঘোষ মন্তব্য করেন, পুলিশের যখন রাজনীতিকরণ হয়ে যায় তখন আর কেউই নিরাপদ নয়। এমনকী সাধারণ নাগরিকরাও নিরাপদ নন। সাগরিকা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় পুলিশের এই স্বেচ্ছাচারের বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে সরব হবেন তাঁরা।

ম্যালেরিয়ার ওষুধে মৃত্যু নাবালিকার

বিশাখাপত্তনম: এমন ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে ঘটেছে কি? বোধহয় না। মোদি-বন্ধু চন্দ্রবাবু নাইডুর রাজ্যে ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেয়ে মৃত্যু হল এক নাবালিকার। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ৫২ জন। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের পোলাভরম জেলায় গোলাগুপ্পা গ্রামে। গ্রামীণ হাসপাতালে ৭২ জন রোগীকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। ১৯ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় তেলেঙ্গানার একটি হাসপাতালে। ২৪ জনকে ভর্তি করা হয় অন্ধ্রের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক আতঙ্ক এবং উত্তেজনা।

চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির প্রমাণ মেলায় আমেরিকার এক সাংবাদিকের দু'বছর জেলের সাজা হল। ভার্জিনিয়া প্রদেশের আলেকজান্দ্রিয়া ফেডারেল কোর্ট রায় ঘোষণা করেছে। মার্কিন এফবিআই-এর অভিযোগ, টমাস ওয়ের পাউকেন চিনের অবৈধ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন

ভিন্নমত প্রকাশে শাস্তির হুমকি চূড়ান্ত অসাংবিধানিক ও ক্ষমতার অপব্যবহার

সরব বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া

নয়াদিল্লি : ভিন্নমত পোষণ কিংবা প্রশ্ন তোলার কারণে শিক্ষার্থীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুমকি দেওয়া অসাংবিধানিক এবং ক্ষমতার চরম অপব্যবহার বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া। ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি দিল্লি-র এলএলএম ব্যাচের ১৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিচারপতি ভুঁইয়া বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশ্ন তোলার অধিকার কোনও অবাধ্যতা নয়। এটি নাগরিকত্ব, স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক দায়িত্বের একটি অপরিহার্য প্রকাশ। শিক্ষার্থীরা যখন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে কিংবা প্রশ্ন তোলে, তখন তাদের কোনোভাবেই হুমকি দেওয়া যায় না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয় দেখানো সম্পূর্ণরূপে অসাংবিধানিক এবং পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার।

সম্প্রতি বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (বিসিআই) একটি নির্দেশিকা জারি করে হায়দরাবাদের 'নালসার' ইউনিভার্সিটি অব ল-এর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্ত না করার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য বার কাউন্সিলগুলিকে। পড়ুয়াদের অসন্তোষ এবং দেশজোড়া বিতর্কের মুখে পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করা হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের একাংশের প্রচারের পরই বিসিআই আগ বাড়িয়ে ওই নির্দেশিকা দেয়। এর কিছুদিন পর একই কারণে বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি (এনএলএসআইইউ) তাদের সমাবর্তন বাতিল করে। এই ঘটনার পটভূমিতেই বিচারপতি ভুঁইয়ার মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিচারপতি ভুঁইয়া উল্লেখ করেন, আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু আইনের জ্ঞান অর্জন নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোকে প্রশ্ন করা এবং কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আইন আদৌ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পেরেছে কি না তা পরীক্ষা করার ক্ষমতা তৈরি করা। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সবাইকে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে

বাধ্য করে না; বরং সেখানে বিভিন্ন মত প্রকাশ, পরীক্ষা ও বিতর্কের সুযোগ থাকা আবশ্যক। সাংবিধানিক গণতন্ত্রে ভিন্নমতের গুরুত্ব তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ সকলের একইরকম চিন্তাভাবনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। এটি গড়ে ওঠে এই অনুভবের ওপর যে মতপার্থক্য থাকবেই এবং সেই মতপার্থক্যকে বৃহত্তর সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে মেনে নিতে হবে। আমাদের সংবিধান চিন্তার একরূপতা দাবি করে না, বরং এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করে যেখানে বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতামতের মানুষ সমান মর্যাদার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, সাংবিধানিক গণতন্ত্রের স্বার্থেই রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের কথা শুনতে হবে, নাগরিকদের একে অপরের কথা শুনতে হবে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিমূলক হতে হবে এবং সমাজকে প্রতিটি ভিন্নমতকে হুমকি হিসেবে দেখা বন্ধ করতে হবে।

সহনশীলতাকে একটি সাংবিধানিক মূল্যবোধ হিসেবে উল্লেখ করে বিচারপতি ভূঁইয়া বলেন, যখন বিভিন্ন কণ্ঠস্বর সহাবস্থান করতে পারে এবং মর্যাদার সাথে তা শোনা হয়, তখনই গণতন্ত্র সার্থক হয়ে ওঠে। একটি গণতন্ত্র কতটা শক্তিশালী, তা কেবল জনপ্রিয় মতের ওপর নির্ভর করে না, বরং অপ্রিয় বা অস্বস্তিকর মতামতকে রাষ্ট্র কীভাবে গ্রহণ করে তার ওপরও নির্ভর করে। তিনি সতর্ক করে বলেন, একটি অসহিষ্ণু মন স্বভাবতই সংবিধানের চেতনার বিরোধী। এটি সহিংসতারই অন্য একটি রূপ। যখনই ভিন্নমতকে স্তব্ধ, প্রত্যাখ্যান বা শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখনই সংবিধানের মূল ভিত্তি দুর্বল হতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীন চিন্তার উৎসস্থল হিসেবে বর্ণনা করে সুপ্রিম কোর্টের এই বিচারপতি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল জ্ঞান বিতরণের স্থান নয়, এগুলো এমন এক জায়গা যেখানে বিতর্কের মাধ্যমে ধারণাগুলোকে যাচাই করা যায়। আমরা যদি স্বাধীনতা ও ভিন্নমতকে সম্মান জানানো একটি গণতান্ত্রিক সমাজ চাই, সেই সংস্কৃতির সূচনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেই হতে হবে। আইনের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই ভাবনাগুলো কেবল অ্যাকাডেমিক চর্চায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। আইন প্রতিনিয়ত আমাদের এমন পরিস্থিতিতে দাঁড় করায় যেখানে একজনের স্বাধীনতা অন্যজনের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে, কিংবা যেখানে ক্ষমতার প্রয়োগকে ব্যক্তিগত অধিকারের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ করতে হয়।

ইরানে মার্কিন হামলার পাল্টা জবাব তেহরানের

তেহরান: ফের পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনা বাড়ল। মঙ্গলবার রাতভর হামলা পাল্টা হামলায় কার্যত মুখোমুখি সংঘাতে ইরান ও আমেরিকা। দক্ষিণ ইরানের সিরিক এলাকায় একটি বিয়েবাড়িতে আছড়ে পড়েছে মার্কিন মিসাইল। এই হামলায় অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে, এর মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। আহত অন্তত সত্তর। মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ডের দাবি, হরমুজে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা করেছে সেনা। পাল্টা আকাশপথে ইরানের একাধিক এলাকা টার্গেট করেছে আমেরিকা। পাল্টা দেশজুড়ে হামলার পরই মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক মার্কিন সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে আক্রমণ করে ইরানি সেনা। এরপরই সে দেশের সঙ্গে আলাচনার সব সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন হরমুজ পুরোপুরি তাঁদের দখলে। এবার আর কোনও আলোচনা হবে না।

হরমুজের দখল চান ট্রাম্প

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে মঙ্গলবার রাতভর ইরানের আকাশে আক্রমণ ও পাল্টা হামলা চলে। জর্ডন এবং বাহরিনের মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইরান। মিসাইল আছড়ে পড়ে কুয়েতেও। ইরানের আক্রমণে দুই মার্কিন সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে তেহরান দাবি করলেও তা মানতে নারাজ হোয়াইট হাউস। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, হরমুজ প্রণালীর প্রায় পুরোটাই এখন আমাদের দখলে। আর ইরানের অর্থনীতি এখন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন ওরা কোনও চুক্তি সই করল কিনা তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না। এবার খামেনেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সময় এসেছে। জল্পনা ছিল প্রবল সামরিক চাপ তৈরি করে ইরানকে ফের আলোচনার টেবিলে বসাতে চাইছে আমেরিকা। ট্রাম্প সেই দাবি উড়িয়ে সাফ জানিয়েছেন, ইরানকে মূল্যহীন কোনও চুক্তিতে সই করল কিনা, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। বরং ইরানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষকে সরাসরি রুখে দাঁড়ানোর ডাক দিলেন প্রেসিডেন্ট। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দুই দেশের মধ্যে সংঘাত মঙ্গলবার রাতের পর এক চরম আকার ধারণ করেছে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

অনির্দিষ্টকাল পদে থাকা যাবে না

বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার মেয়াদে এবার লাগাম টানল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: বিতর্কের পর কড়া পদক্ষেপ। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (বিসিআই) নির্বাচন না হওয়া এবং নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আইনজীবীদের শীর্ষ এই সংস্থার কার্যক্রমে নজরদারি বাড়াল সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বিসিআই-এর যে কোনো নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল (এজি) এবং সলিসিটর জেনারেলকে (এসজি) সক্রিয়ভাবে যুক্ত রাখতে হবে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ মননকুমার মিশ্রের বিসিআই চেয়ারম্যান পদে থাকাকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, নতুন বিসিআই নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তার এই পদে বহাল থাকা কেবল একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির নির্বাচন সম্পর্কিত আবেদনের শুনানির সময় সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে। ওই শুনানিতেই মনন কুমার মিশ্রের চেয়ারম্যান হিসেবে বহাল থাকা এবং চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বৈধতা নিয়ে নতুন করে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়।

উল্লেখ্য, নালসার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬ সালের স্নাতক ব্যাচ সংক্রান্ত বিতর্কে বিসিআই-এর হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছিল শীর্ষ আদালত। তার কয়েকদিনের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের এই কড়া পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে শুনানিতে বেঞ্চ স্পষ্ট করে যে, তাদের মূল লক্ষ্য কোনও ব্যক্তির আচরণ নয়, বরং বিসিআই-এর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা পুনরুজ্জীবিত করা এবং বিধিবদ্ধ নির্বাচনী ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা।

আদালতের এই বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল ২০২৫ সালে বিসিআই থেকে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি, যার মাধ্যমে মিশ্র এবং ভাইস-চেয়ারপারসন এস প্রভাকরণকে পাঁচ বছরের মেয়াদ দেওয়া হয়েছিল। অথচ বিসিআই নিয়মবিধির ১২(২) ধারা অনুযায়ী, চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের মেয়াদ মাত্র দুই বছর। আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী মাধবী দিভান আদালতকে জানান, নিয়মবিধিতে দুই বছরের মেয়াদের কথা বলা সত্ত্বেও ২০২৫ সালের ৯ জানুয়ারির একটি প্রস্তাবে বেআইনিভাবে এই মেয়াদ বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়। অ্যাডভোকেটস অ্যাক্টের ৪(৩) ধারার ওপর ভিত্তি করে কার্যনির্বাহী শূন্যতা এড়ানোর অজুহাতে কীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য পদ আঁকড়ে রাখা যায়, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানিকালে বিসিআই-এর ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং বর্তমান ও প্রাক্তন বিসিআই কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ট্রাস্ট গঠন নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন অভিযোগ করেন, বিসিআই-এর সহায়তায় গঠিত একটি ট্রাস্টে ১১ জন ট্রাস্টিকে স্থায়ী সদস্য করা হয়েছে, যা বিসিআই পদে তাঁদের মেয়াদের ওপর নির্ভর করে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত প্রশ্ন তোলে, একটি নির্বাচিত সংস্থা কীভাবে তার সম্পত্তি ব্যবহার করে এমন একটি ট্রাস্ট তৈরি করতে পারে যেখানে ব্যক্তিরা বিসিআই-এর সদস্যপদ হারানোর পরেও স্থায়ী ট্রাস্টি হিসেবে থেকে যান। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রবীণ আইনজীবীদের প্রস্তাব মেনে আদালত নির্দেশ দেয় যে, বিসিআই-এর দৈনন্দিন কাজকর্ম চললেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পদাধিকারবলে সদস্য হিসেবে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সলিসিটর জেনারেলের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। বিসিআই-এর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীরাও এই ব্যবস্থায় সম্মতি জানান।

কাছে দূরে
3 September, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর ব্লকের নবাসন। ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামের নন্দী পরিবারের দুর্গাপুজো ২৮৫ বছরের পুরনো। নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে এখানে পুজো হয়। ঘুরে আসতে পারেন

পুজোর ভ্রমণ ২

বাস্তার অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র জগদলপুর। দিনে দিনে শহরটি পর্যটকদের কাছে হয়ে উঠছে পরম আকর্ষণের জায়গা। আছে অরণ্য, জলপ্রপাত, উদ্যান, মন্দির, প্রাসাদ, জাদুঘর। পুজোর মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **সুনন্দা সাহা**

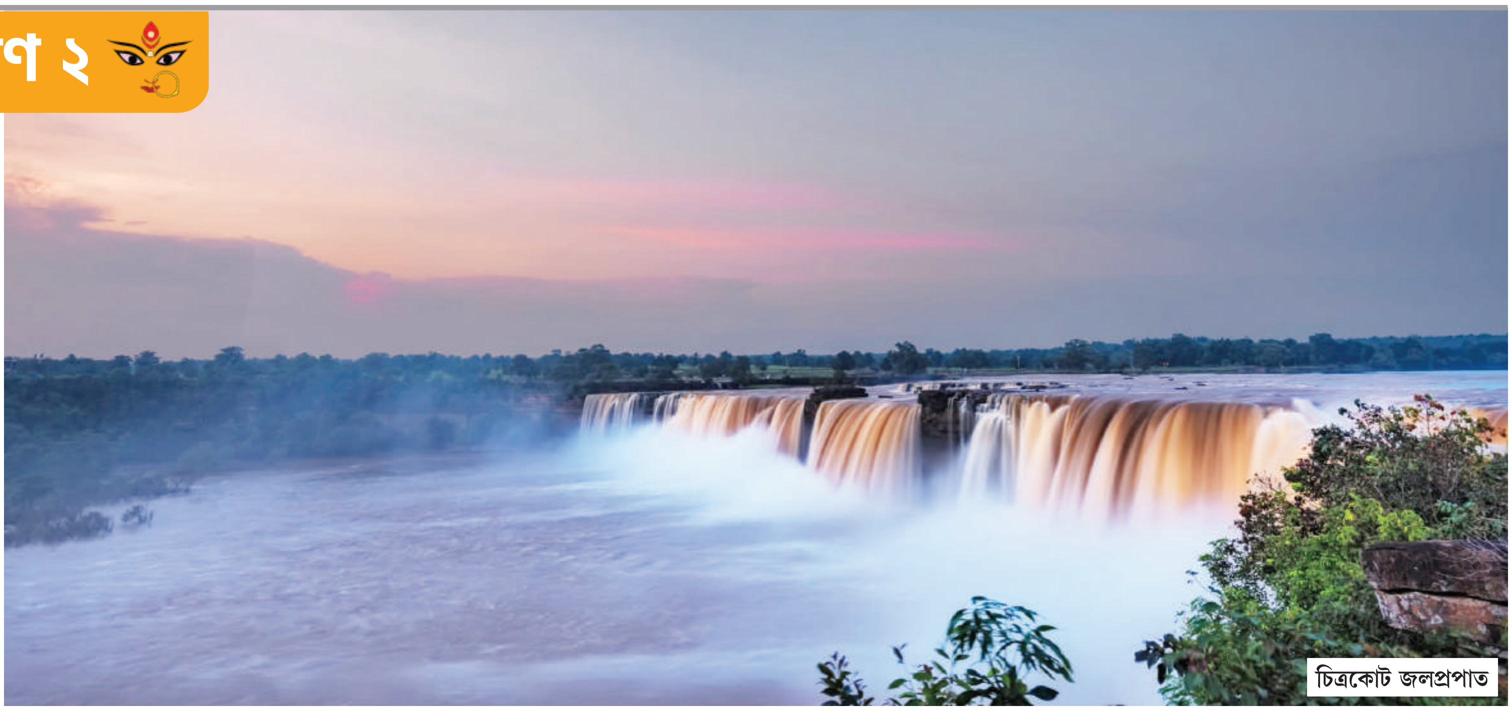
চিত্রকোট জলপ্রপাত

ঘুরে আসুন জগদলপুর

ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের বাস্তার জেলার এক রত্ন হল জগদলপুর। ঘন অরণ্য, উত্তাল জলপ্রপাত, হাজার বছরের প্রাচীন গুহা এবং আদিম সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন এই শহর। যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমি কাটিয়ে প্রকৃতির কোলে কয়েকটা দিন শান্তিতে কাটাতে চাইলে জগদলপুরের কোনও বিকল্প নেই। বাস্তার অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই শহরটি দিনে দিনে পর্যটকদের কাছে হয়ে উঠছে এক পরম আকর্ষণের জায়গা। এখানকার আদিবাসী মানুষদের আতিথেয়তা এবং তাদের সহজ-সরল জীবনযাত্রা আপনার মনে এক গভীর রেখাপাত করবে। এখানে আছে বেশকিছু দেখার মতো জায়গা।

জগদলপুর ভ্রমণের প্রধানতম আকর্ষণ হল চিত্রকোট জলপ্রপাত। ইন্দ্রাবতী নদীর উপর অবস্থিত জলপ্রপাতটি বিশালতা ও গর্জনের জন্য 'ভারতের নায়াগ্রা' নামে পরিচিত। প্রায় ৯৫ ফুট উচ্চতা থেকে যখন জলরাশি আছড়ে পড়ে, তখন তৈরি হয় এক আদিম মাদকতা। সূর্যাস্তের সময় যখন রোদের আলো জলকণায় পড়ে রামধনু তৈরি করে, তখন সেই দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। পর্যটকেরা চাইলে নিচে নেমে নৌকাভ্রমণ করতে পারেন।

শহর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত তিরথগড় জলপ্রপাত। চিত্রকোট যদি হয় তার বিশালতার জন্য বিখ্যাত, তবে তিরথগড় বিখ্যাত তার শৈল্পিক সৌন্দর্যের জন্য। মুঙ্গা বাহার নদীর ওপর অবস্থিত এই জলপ্রপাতটি প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু। তবে এটা সরাসরি নিচে না পড়ে ধাপে ধাপে পাথরের খাঁজ বেয়ে নেমে আসে, যা দেখতে অনেকটা দুধসাদা চাদরের মতো লাগে। জলপ্রপাতের ঠিক নিচেই রয়েছে একটি ছোট মন্দির, যা পরিবেশকে আরও আধ্যাত্মিক করে তোলে। চারপাশের ঘন সবুজ বনভূমি এবং পাহাড়ি নিস্তব্ধতা মনের সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে দেবে। ফটোগ্রাফারদের জন্য এটি এক স্বর্গরাজ্য।

কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক

প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক এক অনন্য গন্তব্য। জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এই উদ্যানে দেখা মেলে নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও বিরল সব উদ্ভিদের। তবে এই পার্কের আসল রহস্য লুকিয়ে আছে মাটির নিচে। এখানে রয়েছে এশিয়ার অন্যতম দীর্ঘ চুনাপাথরের গুহা— কোতুমসার গুহা। গুহার ভেতরে প্রবেশ করা মানে এক অন্য পৃথিবীতে পা রাখা। সূর্যের আলো সেখানে পৌঁছায় না, সর্বত্র ঘুটঘুটে অন্ধকার আর গা ছমছমে শীতল পরিবেশ। হাজার বছর ধরে চুনাপাথরের ওপর জলবিন্দু পড়ে তৈরি হয়েছে স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট। কোনওটি দেখতে দেবমূর্তির মতো, কোনওটি আবার থামের মতো। এর অদূরেই রয়েছে কৈলাস গুহা। এই গুহার ভেতরে চুনাপাথরের তৈরি একটি প্রাকৃতিক গঠন হুবহু শিবলিঙ্গের মতো দেখতে, তাই স্থানীয়দের কাছে এটা অত্যন্ত পবিত্র। গুহার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়ার এই অ্যাডভেঞ্চার পর্যটকদের আজীবন মনে থাকে।

তীরথগড় জলপ্রপাত

বাস্তার অঞ্চলের মানুষের প্রধান আরাধ্য দেবী হলেন দন্তেশ্বরী। জগদলপুর থেকে কিছুটা দূরে দন্তেওয়াড়ায় অবস্থিত এই মন্দিরটি ভারতের ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম। পৌরাণিক কাহিনি-মতে, এখানে সতীর দাঁত পড়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দিরটির স্থাপত্যশৈলী অত্যন্ত চমৎকার। পাথরের গায়ে খোদাই করা কারুকাজ, গর্ভগৃহ এবং বিশাল গরুড় স্তম্ভ মনকে ইতিহাসের পাতায় নিয়ে যাবে। বাস্তার রাজপরিবারের কুলদেবী হিসেবে আজও এখানে নবরাত্রির সময় ধুমধাম করে পুজো হয়। হাজার হাজার আদিবাসী মানুষ তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে দেবীকে প্রণাম জানাতে আসেন, যা এক অনন্য দৃশ্য।

দন্তেশ্বরী মন্দির

অঞ্চলের ইতিহাস ও আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান পেতে জগদলপুরের নৃতাত্ত্বিক জাদুঘরটি অবশ্যই দেখা উচিত। এখানে আদিবাসীদের ব্যবহৃত প্রাচীন গয়না, শিকারের অস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র এবং তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানা নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। মারিয়া, মুরিয়া এবং হালবা উপজাতিদের শিল্পকলা ও জীবনদর্শন আপনাকে অবাক করবে।

পাশাপাশি জগদলপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বাস্তার প্রাসাদটি রাজকীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। যদিও বর্তমানে এর কিছু অংশ সাধারণের জন্য বন্ধ থাকে, তবুও প্রাসাদের বাইরের কারুকাজ এবং সংলগ্ন বাগানগুলো রাজাদের জৌলুসের পরিচয় দেয়। দশেরা উৎসবের সময় এই প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকাতেই সবথেকে বড় উৎসবের আয়োজন করা হয়।

জগদলপুর ভ্রমণে গিয়ে স্থানীয় হাট বা বাজার না ঘুরলে ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যায়। বাস্তারের আদিবাসীদের 'বেল মেটাল' বা 'ডোকরা' শিল্প বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত। মোম ও তামা-কাঁসার সংমিশ্রণে তৈরি এই হস্তশিল্পের মূর্তি, গয়না ও ঘর সাজানোর সরঞ্জাম পর্যটকেরা স্মারক হিসেবে সংগ্রহ করেন। এছাড়া পোড়ামাটির কাজ বা টেরাকোটাও এখানে বেশ জনপ্রিয়। আদিবাসীদের লোকনৃত্য এই ভ্রমণের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

কীভাবে যাবেন?

জগদলপুর পৌঁছানোর সহজ উপায় হল রায়পুর হয়ে যাওয়া। রায়পুর বিমানবন্দর বা রেলস্টেশন থেকে গাড়ি বা বাসে করে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছানো যায়। এছাড়া বিশাখাপত্তনম থেকেও ট্রেন বা সড়কপথে পাহাড়-জঙ্গলের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে জগদলপুর আসা এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

কোথায় থাকবেন?

জগদলপুরে আছে বেশকিছু হোটেল এবং গেস্ট হাউস। ফলে থাকা খাওয়ার অসুবিধা হবে না। খরচ মোটামুটি নাগালের মধ্যে। স্বাদ নেবেন স্থানীয় খাবারের। ভ্রমণের সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। এই সময় আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম থাকে। পুজোর মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্লেয়ার্স ইউনিয়নের দেওয়া লা লিগার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার হাতে ইয়ামাল

মাঠে ময়দানে

3 September, 2026 • Thursday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

বার্সেলোনায় যোগ দিয়ে জার্সি হাতে গ্যাব্রিয়েল জেসুস।

ইউএস ওপেন থেকে ছিটকে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে জকোভিচ।

সর্বক্ষণ নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টায় একচল্লিশের রোনাল্ডো।

বান্ধবীর সঙ্গে ফুরফুরে মেজাজে বেলিংহ্যাম।

বিগ ব্যাশে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের অনুশীলনে স্টোকস।

ইউএস ওপেনে দর্শক ফেডেরারের মেয়ে মাইলা ও হিউইটের ছেলে ক্রুজ।

জিম সেশনে বান্ধবীর সঙ্গে খুনসুটিতে রিঙ্কু সিং।

মাঠে ময়দানে

3 September, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এফিয়ংকে পেতে আশা ছাড়ছে না ইস্টবেঙ্গল। বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করল ক্লাব

ডার্বির আগে আকাশে ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ৩ (আকাশ-হ্যাটট্রিক) ইউনাইটেড কলকাতা ০

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে সোমবারের ডার্বির আগে আরও একটা দুরন্ত জয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল। আকাশ হেমব্রমের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড কলকাতাকে ৩-০ গোলে হারাল মশালবাহিনী।

ঘরোয়া লিগে ক্যালকাটা কাস্টমসকে হারানোর পরেই সুপার সিক্সে পৌঁছে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তাই এদিন ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে লাল-হলুদের ম্যাচটা ছিল কার্যত নিয়মরক্ষার। মোটিভেশন বলতে ডার্বির আগে জয়ের ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যে সফল লাল-হলুদের জুনিয়র ব্রিগেড।

নৈহাটি স্টেডিয়ামে এদিন শুরু থেকেই দাপট দেখায় ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ আক্রমণের সামনে বিপক্ষ রক্ষণে পায়ের জঙ্গল তৈরি হওয়ায় কিছুতেই গোলমুখ খুলতে পারছিলেন না আকাশ, বিলালরা। ২২ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন সেই আকাশ। চলতি লিগে দুরন্ত ফর্মে তিনি। অসাধারণ একটি থ্রু পাস থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন আকাশ। গোল খেয়ে অবশ্য দমে না গিয়ে পাল্টা আক্রমণে ইস্টবেঙ্গলকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে ইউনাইটেডের প্রতীক লামা, সালামরঞ্জনরা। বিরতির আগে সমতা ফেরানোর সুযোগ পেলেও তা হাতছাড়া করে ইউনাইটেড।

দ্বিতীয়ার্ধে তুল্যমূল্য লড়াই হলেও ৮২ মিনিটে বিলাল ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করেন। ৮৬ মিনিটে সেই আকাশই ২-০ করেন নিজের দ্বিতীয় গোল করে। যোগ করা সময়ে (৯৪ মিনিট) হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন আকাশ। শেষ পর্যন্ত ৩-০ স্কোরলাইনে ম্যাচ জেতে ইস্টবেঙ্গল।

হ্যাটট্রিকের উচ্ছ্বাস আকাশের।

কঠিন জয় জেরেভের, দাপট গফ-রিবাকিনার

পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াই জয়ের স্বস্তি জেরেভের।

নিউ ইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর : ২০২৬-এর ফরাসি ওপেন জয়ী আলেকজান্ডার জেরেভকে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ছেলেদের সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকাতে রীতিমতো বেগ পেতে হল। পাঁচ সেটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ইতালির লোরেঞ্জো সোনেগোর বিরুদ্ধে প্রায় হারতে হারতে ম্যাচ বের করলেন জার্মান তারকা। জেরেভ জিতলেন ৬-৪, ৩-৬, ৬-৭ (৭), ৭-৫, ৬-৪ ফলে।

কেরিয়ারে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন এবারই রোলাঁ গারোয়। ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জিতে বছরের শেষ মেজরে নেমে কষ্ট করে জিততে হল প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ। প্রথম সেট থেকে একাধিক ভুল করতে থাকেন জেরেভ। সাতটা ব্রেক পয়েন্ট পেয়েও একটা কাজে লাগাতে পেরেছেন প্রথম সেটে। তবু প্রথম সেট জিতে পরের দু'টি সেট হেরে যান জার্মান তরুণ। শেষ দু'টি সেটে কঠিন লড়াই করে ম্যাচ জিততে সক্ষম হন জেরেভ।

মেয়েদের সিঙ্গলসে বিশ্বের দু'নম্বর এলেনা রিবাকিনা, প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন কোকো গফ, ম্যাডিসন কিজ, ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন মীরা আন্দ্রিভা সহজেই দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন। তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে নামা রিবাকিনার চোখ বিশ্বের এক নম্বর র‍্যাঙ্কিংয়েও। এদিন কাজাখস্তানের তরুণী হারালেন মার্কিন টিনএজার থিয়া ফ্রোদিনকে। খেলার ফল ৬-৩, ৬-২। মার্কিন তারকা গফ হারালেন বিশ্বের ৫৩ নম্বর তুরস্কের জিনেপ সোনমেজকে। ফল ৬-৩, ৬-৪। ম্যাচ জিতে গফ বলেছেন, আমি শুরু থেকে ইতিবাচক থেকেছি। আতঙ্কে ছিলাম না।

আইএসএলে 'অবনমন' হল ডায়মন্ডের

প্রতিবেদন : চলতি মরশুমের আইএসএলে থাকছে না অবনমন। শুরুতে ১৪টি দলকে নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ লিগ হওয়ার কথা থাকলেও ডায়মন্ড হারবার এফসি না থাকায় এবার ১৩টি দলকে নিয়েই আইএসএল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। থাকছে না অবনমন। ডায়মন্ড হারবারকেই আইএসএলে নেমে যাওয়া দল হিসেবে গণ্য করা হবে বলে জানিয়েছে এআইএফএফ। অথচ নিজেদের যোগ্যতায় দেশের সেরা লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়েও রাজনৈতিক চাপে ডায়মন্ড হারবার এফসি এবার আইএসএলে খেলতে পারছে না। লিগে অংশগ্রহণের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা জমা দেওয়ার জন্য ডায়মন্ড হারবারের সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ মানা হয়নি। অন্যদিকে, ফেডারেশন সুবিধা করে দিল চার্চিল ব্রাদার্সকে। দলের সংখ্যা কমে যাওয়ার পরেই অবনমনের নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি। সেই প্রশ্নের জবাবেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ফেডারেশন। তারা জানিয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের জন্য অবনমনের নিয়মে কোনও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। তাদের লিগ টেবলের একেবারে নীচে রাখা হবে ও পরের মরশুমে খেলতে হবে আইএফএলে। অর্থাৎ অবনমন হয়ে যাওয়া দলটি হবে ডায়মন্ড হারবারই।

ভারতের সামনে উজবেকিস্তান

তাসখন্দ, ২ সেপ্টেম্বর : শামি সিঙ্গামায়ুমের গোলে সিরিয়াকে হারিয়ে এএফসি অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব দাপটে শুরু করেছে যুব ভারত। বৃহস্পতিবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান। জয়ের ছন্দ ধরে রাখাই লক্ষ্য মহেশ গাউলির দলের। পরের বছর চিনে এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে গ্রুপ সেরা হতে হবে, অথবা আটটি গ্রুপের সাতটি সেরা রানার্স দলের মধ্যে থাকতে হবে ভারতকে। কোচ মহেশ গাউলি বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া। উজবেকিস্তান ম্যাচ তাই গুরুত্বপূর্ণ। ওদের আক্রমণ ও রক্ষণ খুব ভাল। কঠিন ম্যাচ আমাদের।

শহরে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ

মুহূর্তে শেষ ৯৯৯ টাকার টিকিট

প্রতিবেদন: ব্রাজিল বনাম ভারত ম্যাচের টিকিট অনলাইনে বিক্রি শুরু হয় বুধবার বিকেল ৪টে থেকে। টিকিটের দাম শুরু হচ্ছে ৯৯৯ টাকা থেকে। সর্বোচ্চ টিকিটের দাম ১৫ হাজার টাকা। রয়েছে ১৫০০, ২০০০, ২৫০০, ৩৫০০, ৪৫০০, ৬০০০, ৭০০০ এবং ৯০০০ টাকার টিকিটও।

টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম হলেও মানুষের উৎসাহ তুঙ্গে। প্রথমবার যে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল খেলতে আসছে ভারতে। 'ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো' অ্যাপে বিকেল ৪টে থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ৯৯৯ টাকার সর্বনিম্ন দামের টিকিট। অভিযোগ উঠেছে, বিপুল চাহিদা দেখে ওই টিকিটের দামই বাড়িয়ে ১৫০০ করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ ফুটবলপ্রেমীরা। কারণ, টিকিটের দামের সঙ্গে যোগ হচ্ছে ১৮ শতাংশ জিএসটি। ভাল জায়গায় বসে খেলা দেখতে হলে মোটা টাকা গুনতে হবে। অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরুর অনেক আগেই বহু মানুষ তাঁদের আসন নিশ্চিত করে ফেলেন। টিকিট বিক্রিতে রয়েছে অভিনবত্ব। 'ভিউ ফরম্যাট সিট' পদ্ধতিতে দর্শকেরা টিকিট কাটতে পারছেন। নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে টিকিট কাটার সময় দর্শকরা বুঝতে পারছেন, যুবভারতীর ঠিক কোন আসনের টিকিট তাঁরা কাটছেন। ৯ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়া ও ভারত সফরের দল ঘোষণা করবেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি।

দুরন্ত তিলকের ব্যাটে ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ২ সেপ্টেম্বর : লাল বলের ক্রিকেট তাঁর রক্তে। ব্যাট হাতে দুই ইনিংসেই দাপুটে পারফরম্যান্স করে দক্ষিণাঞ্চলকে ফাইনালে তুলে জানিয়ে দিলেন দলের অধিনায়ক তিলক ভার্মা। সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চলকে ৭ উইকেটে হারাল তিলকের দক্ষিণাঞ্চল। ফাইনালে ঈশান কিশান, বৈভব সূর্যবংশীদের পূর্বাঞ্চলের মুখোমুখি তারা। রবিবার থেকে চেন্নাইতে ফাইনাল। খেতাবি যুদ্ধে তারকা বাঁ-হাতি ব্যাটাররা।

সেমিফাইনালে দুই ইনিংসেই দক্ষিণাঞ্চলকে টানলেন তিলক। প্রথম ইনিংসে শতরান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে বুধবার অর্ধশতরান করে দলকে ফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা নিলেন ভারতীয় ব্যাটার। ম্যাচ জিতিয়ে তিলক বললেন, আগামী দিনে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চান। লাল বলের ক্রিকেট আমার রক্তে।

প্রথম ইনিংসে ১১৭ রানের লিড পেয়েছিল দক্ষিণাঞ্চল। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯৭ রান করে উত্তরাঞ্চল। ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সামনে জয়ের জন্য ১৮১ রানের লক্ষ্য খুব একটা কঠিন ছিল না। রিকি ভুঁই (৪২) ও এন জগদীশনের (৪৩) সৌজন্যে শুরুটা ভাল করে দক্ষিণাঞ্চল। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন অধিনায়ক তিলক। ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর সঙ্গে অপরাজিত থাকেন রবিচন্দ্রন স্মরণ (৩২)। ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় দক্ষিণাঞ্চল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এশিয়ান গেমসে শ্রেয়সদের জন্য পছন্দসই হোটেলের প্রতিশ্রুতি জাপান ক্রিকেটের

চেলসি ছেড়ে রেকর্ড অর্থে সিটিতে এনজো

লন্ডন, ২ সেপ্টেম্বর : চেলসি ছেড়ে রেকর্ড অর্থে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনার তারকা মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্ডেজ। নীল-সাদা জার্সিতে লিয়োনেল মেসির সদ্য প্রাক্তন সতীর্থকে ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ডে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬৫০ কোটি টাকা) সই করাল সিটি। প্রিমিয়ার লিগে ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধের শেষ দিন সবচেয়ে বড় চমক অবশ্যই এনজোর দলবদল। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের দলবদলই সবচেয়ে ব্যয়বহুল। তবে ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ডের অঙ্ক ব্রিটিশ ফুটবলে যুগ্ম সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি। গত বছর আলেকজান্ডার ইসাককে নিউক্যাসল থেকে ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ডেই নিয়ে রেকর্ড গড়েছিল লিভারপুল। এবার এক মরশুমে ফুটবলার কেনার পিছনে ৪৫৮ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। এক ট্রান্সফার উইন্ডোয় প্রিমিয়ার লিগের কোনও ক্লাবের এটাই সর্বাধিক খরচ। একইসঙ্গে ফুটবলার বিক্রি করেও এবার প্রায় ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড আয় করেছে সিটি। চলতি মরশুমের শুরু থেকেই এনজোর চেলসি ছাড়া নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। রিয়াল মাদ্রিদে যেতে চেয়েছিলেন তিনি, এমন খবরও শোনা গিয়েছিল। চেলসি সমর্থকরাও তাঁকে নিয়ে খুশি ছিলেন না। মাঠে বিদ্রুপ শুনতেও হচ্ছিল। তবু চেলসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এনজো সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ক্লাবটি আমার হৃদয়ে থাকবে।

অবসরের ইঙ্গিত, মেসির পথে কি এবার পারেদেসও

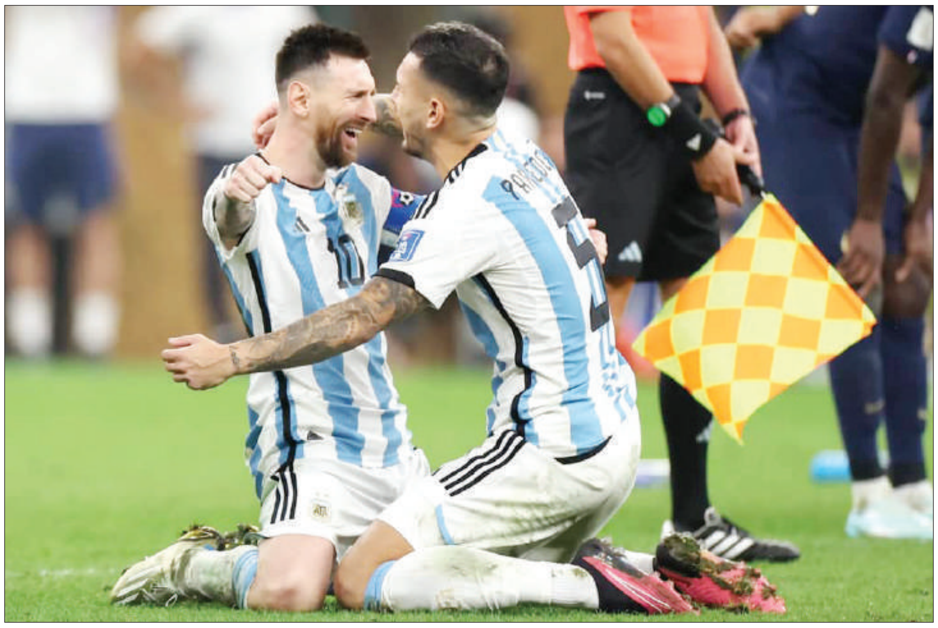

এবারের বিশ্বকাপে গোলের উৎসব মেসি ও পারেদেসের।

বুয়েনোস আইরেস, ২ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপ ফাইনালে রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পরেই স্পেনের ফুটবলারদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে ১০ ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস। আগামী এক বছরে অন্তত দশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে হবে আর্জেন্টিনাকে। সেই ম্যাচগুলি খেলতে পারবেন না ৩২ বছরের তারকা আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। লিয়োনেল মেসির অবসরের সিদ্ধান্তে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পারেদেসও আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর কথা ভাবছেন। এক সাক্ষাৎকারে এমনই ইঙ্গিত দিলেন পারেদেস।

ইএসপিএন আর্জেন্টিনাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পারেদেস বলেছেন, আমার পক্ষে খেলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। নিজের নির্বাসনের কথা মাথায় রেখে এবং মেসির অবসরের সিদ্ধান্তের জন্যই এমনটা ভাবছি। ও না থাকলে সব কিছু যেভাবে চলছিল তা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। আমার পক্ষে খেলা চালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। কোচের সঙ্গে কথা বলব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব।

পারেদেস আরও বলেছেন, আমরা সকলে মিলে খেলার একটা নির্দিষ্ট মান তৈরি করেছিলাম। সেটা ধরে রেখে আগের মতো সাফল্য অর্জন করা কঠিন হবে। আমরা দুর্দান্ত একটা দল তৈরি করেছিলাম। সেই দলে একজন নেতা ছিল। তার নাম লিয়ো। সে এখন আর থাকবে না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আমার, নাহুয়েল (মোলিনা), থিয়াগোর (আলমাদা) নির্বাসন। কাজটা সত্যিই কঠিন।

আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পারেদেস। মেসির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। পরপর জিতেছেন কোপা আমেরিকা ও কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ। মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর দিন আবেগঘন বার্তায় সমাজমাধ্যমে পারেদেস লিখেছিলেন, আমি এই খবরের জন্য একেবারেই তৈরি ছিলাম না। তোমার সঙ্গে জাতীয় দলে খেলতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

বিশেষ জার্সির অন্যতম দাবিদার নিকো পাজ।

আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি কার?

বুয়েনোস আইরেস, ২ সেপ্টেম্বর: ২০০৯ সালের ২৮ মার্চ। এই দিনেই প্রথমবারের মতো লিয়োনেল মেসির গায়ে উঠেছিল আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আলবিসেলেস্তের চার গোলের উৎসবকে ছাপিয়ে ভক্তদের স্মৃতিতে লেখা হয়ে গিয়েছিল তরুণ লিয়োর গায়ে নীল-সাদা জার্সির পিছনে চিরচেনা সেই ১০ সংখ্যা। মেসি হয়ে উঠলেন এলএম টেন।

এরপর কেটে গিয়েছে ১৭ বছর। এই সময়ের মধ্যে ১০ নম্বর জার্সি যেন মেসির শরীরেরই অংশ হয়ে গিয়েছিল। ১৭২ ম্যাচে ফুটবলের জাদুকর এই জার্সি পরে খেলেছেন। তার আগে মারিও কেম্পেস, দিয়েগো মারাদোনা, আরিয়েল ওর্তেগা, হুয়ান রিকেলমেরা এই জার্সির মহিমা বাড়িয়েছেন। কিন্তু ফুটবলে সংখ্যার মাহাত্ম্যে এবং প্রভাবের গভীরতায় মেসির গায়েই নীল-সাদার ১০ নম্বর যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছে।

মেসির অবসর ঘোষণার পর সমর্থকদের প্রশ্ন, এবার ১০ নম্বর জার্সি উঠবে কার গায়ে? মেসির দীর্ঘ কেরিয়ারে এমন কিছু সময় এসেছে, যখন তিনি মাঠে ছিলেন না। সেই সময় ১৭ জন খেলোয়াড় ১০ নম্বর জার্সি পরেছেন। সবচেয়ে বেশি সাতবার সের্জিও আগুয়েরা। আনহেল কোরেয়া পরেছেন পাঁচবার। আবার ২৮ ম্যাচে এই জার্সি খালি ছিল।

এখন অপেক্ষার আবহ একটু অন্যরকম। আর্জেন্টিনার ক্রীড়া দৈনিক ‘এল গ্রাফিকো’ বলছে, উত্তরটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। তালিকাটাও দিয়েছে তারা। ফ্র্যাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো, লাওতারো মার্টিনেজ, এনজো ফার্নান্ডেজ। অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, নিকো পাজ, থিয়াগো আলমাদা, জিওভানি লো সেলসো, রদ্রিগো ডি’পল, নিকোলাস গঞ্জালেস, লিয়ান্দ্রো পারেদেসরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই কোনও না কোনও সময়ে ১০ নম্বর জার্সি পরেছেন।

ভারতে হানিমুন! কেরলে রোনাল্ডোর দিদি এলমা

কোচি, ২ সেপ্টেম্বর : ন’বছর একসঙ্গে থাকার পর গত মাসে বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে পর্তুগালের এক গির্জায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিয়ের পরেই পর্তুগিজ মহাতারকার কাছে তাঁর হানিমুনের গন্তব্য হিসেবে কেরলকে বেছে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ‘গডস ওন কান্ট্রি’।

শেষ পর্যন্ত সিআর সেভেনের হানিমুন ডেস্টিনেশন কেরল হবে কি না, জানা না গেলেও পর্তুগিজ সুপারস্টারের দিদি এলমা আভেইরো কয়েকদিন আগেই ভারতের দক্ষিণী রাজ্য ঘুরে গিয়েছেন। তিনি দেখা করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশনের সঙ্গেও। এলমার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা নিজের ইনস্টাগ্রামে জানিয়ে তিনি লিখেছেন, রোনাল্ডোর প্রতি কেরলের মানুষের ভালবাসা অসীম। এই বার্তা আমি এলমার মাধ্যমে তাঁর কাছে দিয়েছি।

মালয়ালি ফুটবলপ্রেমীদের কাছে রোনাল্ডোর জনপ্রিয়তার কথাও রোনাল্ডোর দিদিকে জানানো হয়েছে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের তরফে। গত মাসেই কেরল ট্যুরিজমের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছিল, প্রিয় ক্রিশ্চিয়ানো ও জর্জিনা, মধুচন্দ্রিমার জন্য কেরলকে বেছে নিলে কেমন হয়? নেটিজেনরা বলেছেন, কেরলের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে ঠকবেন না রোনাল্ডো। কারণ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৭০০ মিটার উঁচুতে রয়েছে শৈলশহর ‘মুন্নার’। এখানে মেঘ নেমে আসে মাটিতে। মুন্নার নামের অর্থ তিন নদী। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার তিন নদীর মিলনস্থলে কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়, নদী, হাউসবোট, চা বাগান সব একসঙ্গে পাবেন রোনাল্ডো।

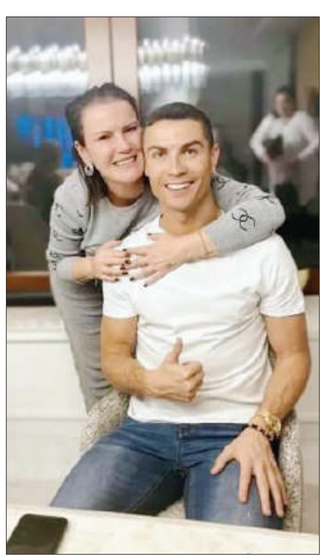

দিদি এলমার সঙ্গে রোনাল্ডো। (পাশে) স্ত্রী জর্জিনার সঙ্গী। —ফাইল চিত্র

মাঠে ময়দানে

3 September, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইংল্যান্ড দলে স্থায়ী চাকরির প্রস্তাব ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দায়িত্বে মাইক হাসি

গম্ভীরদের নিয়ে আজ বৈঠকে বোর্ড

চর্চায় চোট সমস্যা, রোহিতের ভবিষ্যৎ

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর : ঘরের বাইরে সাদা বলে সাম্প্রতিক বেসামাল পারফরম্যান্স, ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হার, সিনিয়র ক্রিকেটারদের ফিটনেস বিতর্ক, রোহিত শর্মার ওয়ান ডে ভবিষ্যতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তারা।

জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের হেডকোয়ার্টারে হবে বৈঠক। সেখানে তলব করা হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগারকর এবং বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণকে।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছেন, সাদা বলের ক্রিকেটে সাম্প্রতিক দু'টি অ্যাওয়ে সিরিজে ভারতের হার নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা। কীভাবে সেই ব্যর্থতার জায়গা চিহ্নিত করে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভাল ফল করা যায় তা নিয়ে গম্ভীরদের সঙ্গে কথা হবে।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে ইদানীং চর্চার শেষ নেই। কয়েকজন দীর্ঘ সময় চোটের জন্য মাঠের বাইরে। কেউ কেউ আবার সুস্থ হয়েও নতুন করে চোটের কবলে পড়ছেন। বারবার বোর্ডের মুখ পুড়ছে। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে ফিটনেস নিয়ে কড়া হচ্ছে বোর্ড। দল নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেও বদল আনা হতে পারে।

শোনা যাচ্ছে, এবার থেকে কোনও ক্রিকেটারকে ফিট ঘোষণার আগে তাঁর একাধিকবার নতুন করে ফিটনেস টেস্ট হবে। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলে তবেই তাঁকে ম্যাচ খেলার অনুমতি দেওয়া হবে। বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, শুধু ১০০ শতাংশ নয়, ফিট ঘোষণা করার আগে ২০০ শতাংশ নিশ্চিত হতে হবে।

আসলে সাম্প্রতিক জসপ্রীত বুমরা, সাই সুদর্শন বা হার্দিক পান্ডিয়ার চোট ইস্যু বড় শিক্ষা দিয়েছে। একই কথা বলা যায় বরুণ চক্রবর্তীর ক্ষেত্রেও।

মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে ভারতে

দুবাই, ২ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের উদ্বোধনী আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজিত হবে ভারতে। শ্রীলঙ্কার এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করার কথা থাকলেও সে দেশের বোর্ডে এই মুহূর্তে সরকারি হস্তক্ষেপ রয়েছে। আইসিসি এই পরিস্থিতিতে সদস্য দেশকে কোনও ইভেন্ট আয়োজনের দায়িত্ব দেয় না। তাই ঠিক হয়েছে, ভারতেই আয়োজিত হবে মহিলাদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। বুধবার আইসিসি বোর্ড ভেনু হিসেবে ভারতকেই অনুমোদন দিয়েছে। লড়াইয়ে ছিল বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকাও। ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ৫০ ওভারের ফরম্যাটে হলেও মেয়েদের টুর্নামেন্ট হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। শ্রীলঙ্কায় টুর্নামেন্ট হলে তারা সরাসরি খেলার সুযোগ পেত। এখন তারা আইসিসি ক্রমতালিকায় প্রথম ছয়ে থাকতে পারলে তবেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিতে পারবে। তবে এই মুহূর্তে তারা প্রথম ছয়েই রয়েছে র‍্যা ঙ্কিংয়ে। আইসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিকল্প আয়োজক হিসেবে ভারতের নাম সুপারিশ করার আগে ভেনু নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা----- এই তিনটি দেশের মূল্যায়ন করেছিল। পরবর্তীতে ২ সেপ্টেম্বর আইসিসি বোর্ড ভারতকে ভেনু হিসেবে বেছে নিয়েছে। ভারতে মেয়েদের আইসিসি ইভেন্টের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে মুম্বইয়ের সিসিআই (ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়া) এবং বরোদা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। যেখানে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ছয়টি মহিলা ক্রিকেট দল----- অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কা অংশ নেবে।

ব্যাটিংয়ে উন্নতি চান হরমনপ্রীত

দুবাই, ২ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে থাইল্যান্ডকে দাপটে হারালেও ব্যাটিং নিয়ে চিন্তার জায়গা থেকে গিয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারতের। বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে হংকংয়ের বিরুদ্ধে নামছেন স্মৃতি মান্ধানারা। পাকিস্তান ম্যাচের আগে ব্যাটিংয়ে উন্নতি চাইছে ভারতীয় শিবির।

দুবাইয়ে স্পিন সহায়ক উইকেট। প্রতি ম্যাচেই স্পিনাররা দাপট দেখাচ্ছে। প্রথম ম্যাচে ভারতের অফ স্পিনার দীপ্তি শর্মা মাত্র ৭টা বল করেই তিন উইকেট তুলে নিয়েছেন। শ্রীচরণী নেন ২ উইকেট। ভারতের পেসার নন্দিনী শর্মাও শুকনো উইকেট থেকে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্বল থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ভারতীয় ব্যাটাররা নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি।

একমাত্র ওপেনার শেফালি ভার্মা আগ্রাসী মেজাজে ঝোড়ো ৬৪ রান করেন। তাঁর ব্যাটে ভর করেই ১৫৯ রান করেছিল দল। একটা সময় প্রথম দশ ওভারেই ২ উইকেটে ১০১ রান করেছিল ভারত। এরপর মাত্র ২৯ রানে ৭টি উইকেট হারায় দল। অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেছেন, আমাদের ব্যাটিংয়ে উন্নতি করতে হবে। টপ এবং মিডল অর্ডারে রান দরকার।

এশিয়ান গেমসের আগে ব্যাটিংই ভারতীয় দলে খামতির জায়গায়। হরমনরা চান আগ্রাসী ক্রিকেট খেলেও স্কোরবোর্ডে বড় রান করতে। তারজন্য সবারই অবদান দরকার।

ইমামের চোটে তদন্তের নির্দেশ

লাহোর, ২ সেপ্টেম্বর : লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানের ১৯৪ রানে হারের পর বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। এবার প্রশ্ন উঠল ওপেনার ইমাম-উল-হকের চোট নিয়ে। পাকিস্তানের নির্বাচক তথা বোর্ডের হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর আকিব জাভেদ জানিয়েছেন, ইমামের পায়ের পেশিতে চোট নিয়ে তদন্ত হবে। প্রাক্তন পেসারের প্রশ্ন, সামান্য পেশির চোটের কারণে কীভাবে দুই ইনিংসেই ব্যাট করতে পারলেন না ইমাম?

> **ইমামের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হবে। ওর কাজকে মোটেই হালকাভাবে নেওয়া হচ্ছে না। পেশিতে টান লাগার পরে দুই ইনিংসেই ব্যাট করতে না পারা কীভাবে সম্ভব?**
>
> **—আকিব জাভেদ নির্বাচক, পিসিবি**

বাবরের জ্বর, খোঁচা ইউসুফের

জিও টিভিকে আকিব বলেছেন, ইমামের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হবে। ওর কাজকে মোটেই হালকাভাবে নেওয়া হচ্ছে না। পেশিতে টান লাগার পরে দুই ইনিংসেই ব্যাট করতে না পারা কীভাবে সম্ভব? একইসঙ্গে সাত ক্রিকেটারকে দেশে ফেরানোর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন আকিব।

তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ইমাম। তিনি জানিয়েছেন, আইনজীবী নিয়ে তদন্ত কমিটির সামনে যাবেন।

ইংল্যান্ডের কাছে টানা দুই টেস্টে হারের ধাক্কার মধ্যেই ইমামের 'চোট নাটক' নিয়ে ডামাডোল, সাত ক্রিকেটারকে দেশে ফেরানো, কোচ ছাঁটাই এবং তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে বাবর আজমের জ্বর। এখন এই নিয়েও অনেকের মধ্যে সন্দেহ জন্মাচ্ছে। বাবরের জ্বর নিয়েও খোঁচা দিতে ছাড়লেন না প্রাক্তন পাক তারকা মহম্মদ ইউসুফ। তিনি বলেন, এবার কি ইনজামাম, জাভেদ মিয়াঁদাদদের পাঠাব?